শ্রীবৎস চরিত।

শ্রীরামজয় প্রমাণিক প্রণীত।

নং৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাধু দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

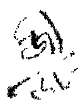
বিজ্ঞাপন।

শ্রীবৎসচরিত প্রণীত ও প্রচারিত হইল। ইহা দ্বারা পাঠকবৃন্দের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসন্ধিৎসাবৃত্তি অণুমাত্রও উত্তেজিত হইলে, শ্রম সফল ও যত্ন সার্থক বোধ করিব।

অবশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতাস্থ সিটীকলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রধানতম পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় ইহার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন; এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও নিউইণ্ডিয়ান স্কুলের পূজ্যতম প্রধান পণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহোদয় বিশেষ অনুগ্রহ ও যত্ন সহকারে আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

মানকর
সংবৎ ১৯৪৪। তাং২৭শেচৈত্র

বিনীত
শ্রীরামজয় প্রামাণিক।



শ্রীবৎস চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুণ্যাত্মা প্রজারঞ্জন পাণ্ডুরাজ-তনয়-মহারাজ যুধিষ্ঠির, একদা, অধর্ম্ম-পরায়ণ, নৃশংস, ধৃতরাষ্ট্র নন্দন ক্রূরমতি দুর্যোধনের কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে দ্যূতের অঙ্গীকৃত পণানুসারে জটাবল্কল পরিধান করিয়া ভীষণ দুর্গম-অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অপ্রমেয় ভুজবীর্য্যসম্পন্ন, অরাতি-নিসূদন ভীমসেন, ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, অমিততেজা ধনঞ্জয়, এবং বিবিধ আয়ুধবিশারদ অশ্বিনীকুমারসদৃশ সুকুমারমতি নকুলসহদেব যুধিষ্ঠিরের সমদুঃখভাগী হইয়া পিতৃ-তুল্য পূজনীয় অগ্রজের প্রতি অচলাভক্তি ও প্রগাঢ় আনুরক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যেমন ভুজঙ্গিনী নয়নান্তরালে শিরোমণি সংন্যস্ত করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র প্রাণধারণে নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা যাজ্ঞসেনীও পতিসহবাস-বিরহিত-জীবন বিড়ম্বনা ও অপরিসীম দুঃখজনক বিবেচনা করিয়া দেবতুল্য

পরাক্রমশালী পঞ্চপতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানাবন, ও নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া কিয়ৎ কাল পরে, পরম-রমণীয় ফল-পুষ্প-সুশোভিত ও নিরন্তর মৃগকুলপ্রতিধ্বনিত সুবিশাল কাম্যক কাননে উপনীত হইলেন; এবং অরণ্যের নানাবিধ বিচিত্র নৈসর্গিক শোভাসন্দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সুরাসুর-বিজয়ী ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের এবং লক্ষ্মী স্বরূপিণী দ্রুপদ-তনয়া দ্রৌপদীর অকস্মাৎ ঈদৃশ ভাগ্য পরিবর্ত্তন ও কাম্যকবনে অবস্থিতির সংবাদ অল্পকাল মধ্যেই ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণিপ্রভৃতি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজগণ, ও পরমহিতৈষী ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সুহৃদ্‌বর্গ, এবং একান্ত বশম্বদ প্রকৃতি-বৃন্দ, পাণ্ডব-গণের সন্দর্শন বাসনায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া দুঃখিত মনে কাম্যকবনে সমুপস্থিত হইলেন। শান্তশীল পাণ্ডবগণ তদ্দর্শনে সকলকেই রীতিমত সমাদর ও প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমাগত রাজেন্দ্রবর্গ, বিশেষতঃ প্রকৃতিপুঞ্জ, পাণ্ডব-গণের ও দ্রুপদনন্দিনীর বিরাগময় সন্ন্যাসবেশ নিরীক্ষণে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ক্রোধভরে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভূয়সী নিন্দা করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে সকলেই বনবাসী হইয়া তাঁহাদের দুঃখভার-লাঘব করণার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। পাণ্ডুকুল-হিত-পরায়ণ মুনি-পুঙ্গব তপোধন ধৌম্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-বিরাজিত সুরম্য-কাম্যক-বনই নিরুদ্বেগে নির্ব্বিকার ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত ও পবিত্র-স্থান বিবেচনা করিয়া বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে সত্বর তথায় আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও বাৎসল্যাতিশয়নিবন্ধন প্রফুল্লমনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলের অবস্থান হেতু কাম্যক কানন তৎকালে বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানীবৎ সর্ব্বশোভায় সুশোভিত হইল। পুণ্যবতী দ্রৌপদী আপন অসামান্য পুণ্যবলে ভগবান্ ভাস্করদত্ত অত্যদ্ভুত বরপ্রভাবে স্নেহময়ী জননী সদৃশ কাননবাসী ব্যক্তিমাত্রকেই অভিলষিত অন্নাদি দানে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াও যে সকল সুখ-সম্ভোগ আয়াস-সাধ্য ও বিলম্ব-সাপেক্ষ এস্থানে সকলেই তদ্‌সমুদায় অনায়াসেই উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সত্যব্রতাবলম্বী ন্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির, বন-বাস সকলেরই পক্ষে অনুচিত ও নানাকারণে বিশেষ ক্লেশকর জানিয়া সমাগত রাজগণ ও প্রকৃতিবর্গকে হৃষ্টমনে মধুর বচনে রাজধানী প্রতি গমনার্থ পুনঃ

পুনঃ অনুরোধ ও অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে সকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন নিমিত্ত উপক্রম করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে ভুভারহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি মুহুর্মুহুঃ শ্রুতিগোচর হইল। যেমন নভোমণ্ডলস্থ নব-জলধরের গম্ভীর নিনাদে তৃষ্ণাতুর-চাতকের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঘন ঘন গম্ভীর শংখধ্বনিও গমনোদ্যত রাজগণের চিত্ত-আকর্ষণ করিল এবং সকলে উল্লাসিতান্তঃকরণে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় গমনে বিরত হইলেন। দৈত্যকুলচূড়ামণি সমুদ্র-বারি-নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ যেমন দয়াময় দানবারি হরির মাভৈঃ শব্দ আকর্ণনে নির্ভীক্ ও প্রসন্ন হইতেন তদ্রূপ ভক্তবৎসল প্রাণকৃষ্ণের আগমন-সংবাদে দুঃখ-জলধিমগ্ন পাণ্ডবগণও প্রফুল্ল এবং নিঃশঙ্ক হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ কানন মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। যেমন দিবাকর-কর-সংস্পর্শে তমসাচ্ছন্ননিভৃতস্থান সকল উজ্জ্বল আলোকময় হয়, তদ্রূপ ভগবান্ হৃষীকেশের চরণস্পর্শে কাম্যক-কাননস্থ কি নির্জীব কি সজীব পদার্থ সকলেই উজ্জ্বল শ্রীসম্পন্ন হইল; এবং ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ পবিত্র ও অজ্ঞানান্ধকার-শূন্য হইয়া উঠিল। তৎকালে কাননবাসী

ক ঋষি, কি দ্বিজ, কি ভূপতি-বর্গ সকলেই তাঁহাকে পরম পুরুষ জ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহার উপবেশনার্থ তপোবন-সুলভ কুশাসন প্রদান করিলেন।

পুণ্যাত্মা পাণ্ডবগণ ও নির্ম্মলান্তঃকরণা দ্রৌপদী, পরম যত্নে ভগবান বাসুদেবকে আপনাপন হৃদয়াসন অর্পনপূর্ব্বক তাঁহার আলিঙ্গন লাভ করিলেন। আশীবিষ-বিষ-জর্জ্জরীভূত নকুল যেমন গুল্ম বিশেষে গাত্র-সংঘর্ষণ করিয়া নির্ব্বিষ ও তেজঃসম্পন্ন হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবগণও তাঁহার আলিঙ্গন লাভে বিগত দুঃখ ও সমধিক বীর্য্যশালী হইলেন। অনন্তর চরাচরব্যাপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসনপরিগ্রহ করিয়া উপবেশনার্থ সকলকে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নানাবিধ মনোরম উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডলস্থ নবীননীরদের সুধাময় পয়ঃপ্রাপ্তিতে যেমন বসুন্ধরা সুশীতল হয়, তদ্রূপ তাঁহার বদন-বিনির্গত সুমিষ্ট কল্যাণময় আখ্যান পরম্পরা শ্রবণে সকলের অন্তঃকরণ পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

তদনন্তর রুক্মিণীনাথ জনার্দ্দন পাণ্ডব নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত কৌতূ-

হলাক্রান্ত হইলেন। তদনুসারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষণবজ্রাহত ভূধরতুল্য গম্ভীর ও কাতরস্বরে দ্যূত-বৃত্তান্ত সর্ব্ব সমক্ষে যথাযথ বর্ণন পুরঃসর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। দেবন বৃত্তান্ত সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া এবং তদানীন্তন যুধিষ্ঠিরের বদনারবিন্দ ম্লান ও দুঃখময় নিরীক্ষণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ ক্রোধে ও দুঃখে অধীর হইয়া উঠিলেন। এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত বৈশ্বানর তুল্য সমধিক উদ্দীপিত হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে সমাগত রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণ! তোমরা সকলেই বিলক্ষণ রূপে অবগত আছ যে, পাণ্ডবগণই আমার জীবন। যে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে সে আমাকে ভক্তি ও সমাদর করে; যে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে সে আমাকেও অবজ্ঞা করে; যে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দেয় সে আমাকেও ক্লেশ দেয়; যে, তাঁহাদের হিতানুষ্ঠান করে সে আমারও হিতসাধন করিয়া থাকে। ফলতঃ পাণ্ডবগণের সুখেই আমি সুখী ও পাণ্ডবগণের দুঃখেই আমি দুঃখী। বিশেষতঃ নারায়নসহচরনরর্ষি ধনঞ্জয়ে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল শরীরমাত্র বিভিন্ন। সেই কুক্রিয়াসক্ত কুরুকুল-গ্লানি দুর্য্যোধন বাল্যাবধি পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়া

আসিতেছে ও সম্প্রতি যেরূপ কপটতা ও গর্হিত আচরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বনবাসী করিয়াছে, তাহাতে সেই নরাধম কখনই ক্ষমা ভাজন হইতে পারে না। দুর্ব্বৃত্তধার্ত্তরাষ্টগণ এবম্বিধ হৃদয়বিদারক কুৎসিত-আচরণ করিয়াও যদি নিরুদ্বেগে ও অক্ষুণ্ণ-প্রভাবে রাজ্যশাসন ও বিলাসভোগ করিবে, তবে এই ধরণীতলে অতঃপর কোন্ ব্যক্তি পুণ্যময় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগকে সুখী ও নিরাপদ বোধ করিবে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এই সুধাময় বাক্য অভ্রান্ত ও মঙ্গলময় বলিয়া আদর করিবে? অতএব সেই দুরাত্মগণ কখনই ক্ষমার পাত্র নহে। এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রোধাতিশয্যপ্রযুক্ত তাঁহার আকর্ণ বিস্তৃত সমুজ্জ্বল ইন্দীবর নয়ন প্রভাতকালীন অরুণতুল্য লোহিত বর্ণ ধারণ করিল এবং সেই জনমনোহারী প্রশান্ত মূর্ত্তি অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল; দেখিলে বোধ হয় যেন দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরবিনাশোদ্যত মদনান্তকারী মৃতুঞ্জয়। তাঁহার এইরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকনে সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল।

কিয়ৎকালপরে তপোবল-সম্পন্নমনস্বী যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অশুভসংঘটন ও সর্ব্বজন

সমক্ষে স্বীয় প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞাপালনশঙ্কায় ভীত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে ভগবান্ কেশবের অশেষবিধ গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশান্ত ও সকলকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডু-কুল-শিরোমণি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজন্! তুমিই-ধন্য! তুমিই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! ও তুমিই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় সদ্গুণের একাধার মাত্র। তোমার ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সহৃদয়তাই ত্রিভুবন পালন ও শাসনের অমোঘ সমন্ত্রক অস্ত্র স্বরূপ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, বীরকুল কেশরী দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন ও পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর দীর্ঘ-নিশ্বাস-সম্ভূত-দুর্নিবার দুঃখানল মুহূর্ত্ত মধ্যেই দুর্য্যোধনরূপ প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষকে অনায়াসেই সমূলৎপাটিত ও ভস্মীভূত করিতে পারে। কিন্তু আপাততঃ কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে সর্ব্বমঙ্গলাধার পরমেশ্বরের আরা-ধনা করিলে নিরূপিত সময়ান্তে অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইবে। ভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া সমাগত ভূপতি ও প্রজাপুঞ্জকে সস্নেহ আলিঙ্গন ও মধুর সম্ভাষণে রাজধানী প্রতিগমনার্থ অনুমতি দান করিলেন। তদনু সারে তাঁহারাও তদীয় আদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব

রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পাণ্ডবগণের দারুণ দুর্গতির বিষয় স্মরণ করিয়া দুরাচার দুর্য্যোধনের ভূয়সী নিন্দা করিতে করিতে দুঃখিতান্তঃকরণে স্ব স্ব রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপন নির্ব্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতাহেতু স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃগণের ও প্রাণসমা যাজ্ঞসেনীর ঈদৃশী দুর্গতি সংঘটিত হইয়াছে ভাবিয়া মনে মনে নিরতিশয় দুঃখিত ও অনুতাপিত হইলেন এবং আপনাকে হিতাহিত বিবেচনাবিহীন ও হতভাগ্য জ্ঞানে শত শত ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি অতি নরাধম ও নীচাশয় নচেৎ কি নিমিত্ত সাধু-বিগর্হিত-অনর্থময় দেবন ক্রীড়ায় আসক্ত ও উন্মত্ত হইব? এবং জীবনাধিক ভ্রাতৃগণকে ও লক্ষ্মীরূপিণী দ্রুপদ-নন্দিনীকে বিষাদরূপ বিষময়হ্রদে নিমগ্ন করিব? তচ্ছ্রবণে ভগবান্ বাসুদেব মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, পাণ্ডবনাথ! এখন এইরূপ মর্ম্ম-বিদারক আক্ষেপোক্তি করিয়া আমায় লজ্জিত ও বিষাদিত করা তোমার উচিত নয়। যদি আমি ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত থাকিতাম বা পুর্ব্বে ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতাম, তাহা হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন

কখনই আপন দুরাভিসন্ধি সংসাধনে সক্ষম হইত না ও তোমাদিগকেও নিতান্ত অনাথের ন্যায় দুঃসহ দুঃখ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এই কঠোর বনাশ্রম আশ্রয় করিতে হইত না। যাহা হউক অতীত বিষয় মনন ও চিন্তন করিয়া অনুতাপিত বা নিরুৎসাহ হওয়া নিতান্ত অবৈধ ও কাপুরুষের কার্য্য। গতানুশোচনা কেবল অন্তঃ-করণকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করে মাত্র। বিপদ-কালে হতাশ্বাস বা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উপায় চিন্তা ও সময়াতিপাত করাই প্রকৃত মহাত্মার লক্ষণ। অপিচ যেমন সংযোগ হইলেই বিয়োগ ও বিয়োগ হইলেই সংযোগ হয়, জন্ম হইলেই মৃত্যু ও মৃত্যু হইলেই জন্ম হয়, হ্রাস হইলেই বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি হইলেই হ্রাস হয়, তদ্রূপ সুখ হইলেই দুঃখ, ও দুঃখ হইলেই সুখ হওয়া প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম। বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কল্যাণ ও শান্তি বিরাজিত। কেবল মোহান্ধ ও বিষয়-মদ-পানোন্মত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণই সুখ ও দুঃখ পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা দিয়া কখন বা অত্যাহ্লাদিত হয়; আবার কখনও বা যার পর নাই ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ-তত্ত্বপুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সকল অবস্থাতেই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন; সাংসারিক সুখদুঃখ কিছুতেই তাঁহাদের

অবিচলিত অন্তঃকরণকে হর্ষিত বা দুঃখিত করিতে পারে না। প্রত্যুত সকল বিষয়ই করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন মনে করিয়া অন্তরস্থ বৃত্তি সমুদায় সংযম-পুরঃসর নিত্য-পবিত্র-আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সাংসারিক মূঢ় ব্যক্তিগণ যাহাকে সুখ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাই সমূহ দুঃখ-দায়ক। যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্জ্বলিত-পাবক-শিখা সন্দর্শনে উল্লাসিত হইয়া তাহাতে পতিত হয়, তদ্রূপ অজিতেন্দ্রিয়-অবোধ ব্যক্তিগণই সাংসারিক অলীক সুখলাভ-প্রত্যাশায় ভীষণ দুঃখানলে পতিত হইয়া অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ সাংসারিক যাবতীয় সুখদুঃখ অমূলক ও ক্ষণস্থায়ী সুতরাং তজ্জন্য আনন্দিত বা বিষাদিত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। প্রত্যুত পরম কারুণিক ঈশ্বরের উপরে আত্ম-সমর্পণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব অতীত দুঃখ স্মরণ করিয়া আর দুঃখিত হইওনা। সন্তুষ্ট চিত্তে সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের পূজা পরায়ণ হও।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলে আয়তলোচনা দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিলেন, মধুসূদন! দেবনবৃত্তান্ত আমার অপরিজ্ঞাত ও ক্রীড়াস্থলে আমি অনুপস্থিত ছিলাম বলিয়া

চতুরতা করতঃ আমাদিগের দুঃখ-জলধি-মগ্ন অবসন্ন অন্তঃকরণকে আরও নিপীড়িত ও নিশ্চেষ্ট করিও না। জল যেমন সরোবরের সহায় ও সর্ব্ব সুখের মূলীভূত কারণ তদ্রূপ তুমিও পাণ্ডবগণের বিপুল যশ, অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিত তেজঃ, অসীম সুখ ও অনন্ত দুঃখের একমাত্র অন্তর্ভূত কারণ। শ্রীনিবাস! কি দেব, কি ঋষি, কি দ্বিজ ও কি গুরুজন সকলেরই প্রমুখাৎ শ্রুত আছি, বিশেষতঃ যজ্ঞপ্রধান রাজসূয় ক্রতুর অনুষ্ঠান কালে আমি তোমার যেরূপ অনন্ত-শক্তি, অপরিসীম-জ্ঞান ও অচিন্ত্য মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহাতে কি স্বর্গ, কি ক্ষিতি, কি রসাতল সর্ব্বস্থানে সকল সময়ে তুমিই সকলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, কি দেব, কি দৈত্য, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি নাগ, কি নর সকলেরই সুখ, দুঃখ ও উন্নতি অবনতি কেবল তোমারই ইচ্ছাধীন, ত্রিলোক-মধ্যে এমন নিভৃত-স্থান বা গুহ্য-কার্য্য কি আছে যাহা তোমার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত। তুমিই সকলের নিয়ামক ও নিয়োজ্য। তুমি নির্গুণ নিরাকার হইয়া বিধিরূপে জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন ও শিবরূপে পুনরায় জগৎ সংহার কর। তুমিই সময়ে সময়ে মৎস্য, কুর্ম্ম, বামন ও বরাহ আদি নানা বিধ অত্যদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক ও অশেষবিধ

অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া ভক্ত-গণের অন্তঃকরণ অনুপম আনন্দরসে অভিষিক্ত কর। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ও ত্রিভুবনলোচন মার্ত্তণ্ড তোমা-রই প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমিই নাগরাজ বাসুকিকে ধরাধারণ ও ধর্ম্মরাজ কৃতান্তকে পাপপুণ্য বিচারের ক্ষমতা-অর্পণ করিয়া এই সুবিশাল বিশ্বরাজ্য সুরক্ষণ ও সুশাসন করিতেছ। নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ তোমারই শ্রীচরণারবিন্দ-মকরন্দ-পানার্থ মধুকরবৎ নিরন্তর লোলুপ হইয়া সদানন্দে তোমারই গুণগান করিতে-ছেন। তোমার স্বরূপ ও মাহাত্ম্যবর্ণন এবং নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কেবল তোমারই লীলাস্থল মাত্র। তুমি এক সময় যাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিতেছ, সময়া-ন্তরে তুমিই তাহাকে দীনহীন অনাথতুল্য তরুতল-বাসী করিতেছ! তুমি ভক্তবৎসল ও দর্পহারী। এক দিন পাণ্ডবগণের অভেদ্য ভক্তিজালে সম্পূর্ণরূপ বদ্ধ ও জড়ীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে ত্রৈলোক্যাধিপতি করিয়াছিলে! তৎকালে কি পুরন্দর, কি ভাস্কর, কি বিরিঞ্চি, কি বরুণ সকলেই অপ্রতিহতপ্রভাব পাণ্ডবগণের কিছু না কিছু হিতসাধন করিয়া নিজ নিজ শ্রম সফল ও যত্ন সার্থক বোধ করিয়াছিলেন;

কিন্তু আজিও সেই তুমি সেই পাণ্ডবগণের রাজ্যমদ, ধনমদ, বিদ্যামদ ও অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বের এক শেষ সন্দর্শনে অবশ্যই কোন নিগূঢ় মহানুদ্দেশ্য সাধনার্থ পাশক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাদিগকে বনবাসী করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতে তোমার দর্পহারী নামের সুস্পষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছ! ঈদৃশ অবস্থায় দেবন বৃত্তান্ত তোমার অপরিজ্ঞাত কিরূপে বলিতেছ!

দয়াময়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ ও সর্ব্ব শোণিত পরিশুষ্ক হয়! আমি নিতান্ত হতভাগিনী ও পাষাণময়ী; তাহা না হইলে কিরূপে গুরুজন সমক্ষে রাজসভায় দুরাত্মা দুঃশাসনকৃত তাদৃশ মরণাধিক গুরুতর কেশাকর্ষণ যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করিয়া এখনও জীবিতা রহিয়াছি! যদি এই হতভাগ্য পুত্রগণ আমার গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এ পাপজীবন জীবনে কিম্বা হুতাশনে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা নিবারণ করিতাম। জানি না, তোমার মনে অতঃপর আর কি আছে! কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি যে, দুরাত্মা যৎকালে আমার পরিধেয় বসন উন্মোচনার্থ বল প্রয়োগ করে, তখন তোমারই কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়াতে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তুমিই নীলাম্বর রূপে পিন্ধন বসন মধ্যে

আবির্ভূত হইয়া হতভাগিনীর লজ্জানিবারণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলে। ঈদৃশ অবস্থায় দেবন-বৃত্তান্ত তোমার অবিদিত কিরূপে বলিতেছ ?

শরণাগত-প্রতিপালক ! এ দাসীত কখনই তোমার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করে নাই। আশ্রিতের প্রতি এইরূপ নিগ্রহ ও বিড়ম্বনা করা কি তোমার সরলহৃদয় ও করুণার কার্য্য ! আমি রাজনন্দিনী, রাজমহিষী, ইন্দ্রতুল্য প্রতাপ-শালী পঞ্চ পুত্রের জননী ও তোমার মত সর্ব্ব-শক্তিমান্ পুরুষসিংহের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। মধুসূদন ! বল দেখি, আমি যেরূপ অপমানিতা ও দুর-বস্থান্বিতা হইয়াছি কস্মিন্‌কালেও কি কোন কুলকামিনীকে এরূপ মর্ম্মান্তিক অপমান ও দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে ? এইরূপ বলিতে বলিতে পদ্মপলাশাক্ষী দ্রৌপদী অবিরলবেগে অশ্রুবারি বিস-র্জ্জন করিতে করিতে শোকে ও মোহে নিতান্ত অভিভূতা হইয়া পড়িলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে শোক-বিহ্বলা দ্রৌপ-দীকে নানাবিধ মধুর বচনে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেবি ! যেমন ব্রহ্মমুখবিনির্গত পবিত্র বচনাবলী বেদ বলিয়া সর্ব্বত্র পূজ্য ও সমাদৃত, তদ্রূপ তোমার বদনশশধরবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনপরম্পরাও

অভ্রান্ত ও সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়। যেমন বিকসিত পুষ্পের সুস্নিগ্ধ সৌরভ আঘ্রাণে অন্তঃকরণে পরমেশ-প্রেম সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ তোমার নির্ম্মল চরিত্র পর্য্যালোচনেও সকলের অন্তঃকরণে তোমার প্রতি পরম প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ বসুন্ধরা তোমাকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে। কিন্তু যেমন রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্র পুনঃ প্রকাশিত না হইলে, চকোরীর সুধাপানাশা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডবগণও পাশক্রীড়ার অঙ্গীকৃত পণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিলে, তোমারও পূর্ব্বমত বিলাসবাসনা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। পরন্তু একথা নিশ্চয় বলিতেছি যে, সম্প্রতি বনস্থলে দুরাত্মাগণ তোমাকে যেরূপ নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ করিতেছে, তদ্রূপ ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রণস্থলে তাহাদের পত্নীগণ আপন আপন মৃতপতিসন্দর্শনে ইহা অপেক্ষাও সহস্র গুণে দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। যদি কখনও অকস্মাৎ চন্দ্রসূর্য্যের পতন, পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘন ও সিন্ধুর বারিহীনতাও সম্ভব হয়, তথাপি আমার এই সুদৃঢ় বাক্য কিছুতেই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে পশু-রোমন্থনবৎ পূর্ব্ব সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আত্যন্তিক দুঃখে অন্তঃকরণকে দুঃখিত ও ক্লিষ্ট করা তোমার মত বুদ্ধিমতীর

সর্ব্বতোভাবেই অবিধেয়। অতএব উপস্থিত বিপদে অণুমাত্রও দুঃখিতা বা কাতরা না হইয়া সময় প্রতীক্ষায় কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনা কর। অপিচ, জন্মান্তরে তুমি কত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দেবতুল্য সর্ব্ব-গুণ-মণ্ডিত পঞ্চপতি প্রাপ্ত হইয়াছ ও নিরন্তর তাঁহাদের সহবাসিনী হইয়া কঠোর বনাশ্রমও পরম সুখে অতিবাহিত করিতেছ। যদি মহারাজাধিরাজ চিত্রসেন-নন্দিনী মহারাণী চিন্তাবতীর সহিত তুলনা করা যায়, তবে তোমার দুঃখভার তাহা অপেক্ষাও অতি লঘুতর বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তাবতীবৃত্তান্ত শ্রুত হইবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, পাণ্ডুনন্দন! চিন্তাবতীচরিত্র পরমরমণীয় ও সুবিস্তৃত। ইহাতে সূর্য্যতনয় শনৈশ্চর ও জলধি-তনয়া কমলার বিবাদ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরাকালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রাগদেশে চিত্ররথ নামে এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। মহারাজ চিত্ররথ স্বভাবতই ন্যায়পরতা, বদান্যতা, উদারতা, প্রজারঞ্জনতা ও সদাশয়তা প্রভৃতি বহুসংখ্য সদ্‌গুণে সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত থাকিতেন। তিনি আপন অসামান্য ভুজবীর্য্যবলে সমকালবর্ত্তী যাবতীয় ভূপতি অপেক্ষা বিশেষ গৌরবান্বিত তেজস্বী ও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক নরনাথ দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করণানন্তর কালসহকারে শরীরীদিগের চরম দশায় উপনীত হইলেন। তদনন্তর তৎপুত্র মতিমান্ শ্রীবৎস পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মহারাজ শ্রীবৎস সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পৈতৃক সদ্‌গুণ সমস্তও অধিকার করিলেন; অধিকন্তু তিনি আপন অসামান্য বুদ্ধিবল ও পরাক্রমপ্রভাবে তাল, বেতাল নামক যক্ষদ্বয়কে একান্ত অনুগত ভৃত্যবৎ নিজ শাসনাধীনে আনয়নপূর্ব্বক আরও বিখ্যাত এবং যশস্বী হইয়া উঠিলেন। মহারাজ চিত্রসেননন্দিনী চিন্তাবতী তাঁহার একমাত্র প্রণয়িনী ছিলেন!

পূর্ণেন্দুবদনা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী চিন্তাবতী সমকাল-বর্ত্তিনী যাবতীয় বরবর্ণিনী অপেক্ষা সমধিক গৌরবান্বিতা ও অলোকসামান্য গুণশালিনী ছিলেন। দেব-দ্বিজসেবা, ইষ্টার্চ্চন, ক্ষুধিতকে অন্ন, পিপাসার্ত্তকে জল, ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান ইত্যাদি সদনুষ্ঠান ভিন্ন অন্তঃকরণে আর কোনও চিন্তাই ছিল না। ফলতঃ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র তৎকালে সকলেরই আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল।

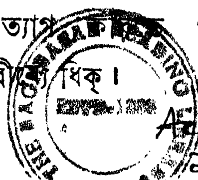
রাজমহিষীর নিরন্তর এইরূপ শুভানুষ্ঠান ও অনির্ব্বচনীয় পতিপরায়ণতা গুণে মহারাজ শ্রীবৎস তাঁহাকে প্রাণপেক্ষাও গরীয়সী জ্ঞান করিতেন; এবং পরিহাসচ্ছলেও কখন কোন অপ্রিয় ভাষা প্রয়োগ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অসুখ উৎ-পাদন করিতেন না। মহারাজ শ্রীবৎস আপন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও মহৌদার্য্য গুণে সিংহাসনাধিরোহণের অল্পকাল পরেই সসাগরা ধরায় স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে সমগ্র প্রাগদেশ যেরূপ সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয়, কস্মিন্ কালে অন্য কোন রাজার অধি-কারকালে তদ্রূপ হয় নাই। প্রকৃতিবর্গ মহা-রাজকে আপন পূজ্যতম জনক ও মহারাণীকে পজ্যতমা জননী অপেক্ষাও অধিক ভক্তি ও অধিক

সম্মান করিত। মহারাজ শ্রীবৎস তাল বেতালের অলৌকিক পৈশাচিক শক্তি প্রভাবে নানাবিধ অসাধ্য ও উৎকট কার্য্য সমুদয় সম্পাদন করিয়া অবনীমণ্ডলে যেরূপ প্রশংসা ও যশোভাজন হইয়া উঠিলেন, শত শত রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি মহাক্রতুর অনুষ্ঠান করিয়া অমরমণ্ডলীতেও তদ্রূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও আদরণীয় হইলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার সুবিমল যশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত ও বসুমতী পবিত্র হইয়াছিল। এইরূপে নরেন্দ্রনাথ শ্রীবৎস প্রাণাধিকা চিন্তাসহ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য-ভোগ ও সানন্দমনে প্রজাপালন করিতে লাগি-লেন। কখনও কোন বিঘ্ন বা সন্দেহ, তাঁহার চিত্ত-প্রসন্নতা ও অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বের অণুমাত্রও খর্ব্বতা করিতে পারে নাই। ধর্ম্মরাজ ! তদনন্তর গ্রহ-বিগুণতায় মহারাজ শ্রীবৎস ও মহারাণী চিন্তাকে যে কিরূপ দুঃসহ দুঃখ ও অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল শ্রবণ কর।

এক দিন ভগবান ভাস্করনন্দন গ্রহাধিপতি শনৈশ্চর পিতারন্যায় অব্যাহত গতিতে স্বেচ্ছানুসারে বিমানমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় দৈবঘটনায় জলধিতনয়া কমলাও সেই স্থানে আসিয়া উপনীতা হইলেন। লোকত্রয়-পূজিতা

ভগবতী কমলা গ্রহরাজকে কোনরূপ সম্ভাষণ না করিয়াই অভিলষিত স্থানে গমন করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে শনৈশ্চর আপন মর্য্যাদাভঙ্গ বোধে রোষ-কষায়িত-লোচনে বলিতে লাগিলেন চপলে! তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা যে, আমার সন্দর্শনে আপন সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া উপেক্ষা করতঃ বিনা সম্ভাষণেই চলিয়া যাইতেছ! তুমি কি অবগত নহ যে, আমি চরাচরব্যাপী সর্ব্বগর্ব্বহারী ভাস্করনন্দন শনৈশ্চর। ইহা কি তুমি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ?

গ্রহরাজের বাক্যশ্রবণে কমলদলবাসিনী কমলা শনৈশ্চরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গ্রহরাজ! আমি তোমার গুণগ্রাম ও প্রভুত্বের বিষয় বিলক্ষণরূপ অবগত আছি, এবং এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমার ঔদ্ধত্য ও কূটবুদ্ধির বিষয় আন্দোলন করিয়া তোমার প্রতি যে কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাও আমার অবিদিত নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি ভুবনবিখ্যাত পূজ্যপাদ ভাস্করের নন্দন হইয়া এবং নিরন্তর সুরসমাজে অবস্থিতি করিয়াও অল্পবুদ্ধি মানবের ন্যায় এপর্য্যন্ত দ্বেষ অহঙ্কার প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারিলে না। তোমার প্রভুত্ব ও বীর্য্যে ধিক্।



বিষধর কঞ্চুকবিনির্ম্মুক্ত হইলে যেমন ক্রুদ্ধ ও উগ্রমূর্ত্তি হয়, লক্ষ্মীকৃত তিরস্কারে গ্রহরাজও তদ্রূপ ক্রোধান্বিত হইয়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; এবং গর্ব্বিত ভর্ৎসনে বলিতে লাগিলেন, চপলে! তুমি অতি নির্লজ্জা ও নীচাশয়া! তুমি নিজের সহস্র সহস্র দোষের প্রতি অণুমাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া অপরকে অকারণে অপরাধী করিতেছ। সে বিষয়ে তোমার দোষ নাই; কারণ যাহার যেরূপ স্বভাব, সে সেই মতই কার্য্য করিয়া থাকে। তোমার জন্ম-স্থান যেরূপ পবিত্র, কর্ম্মকাণ্ডও তদনুরূপ বিশুদ্ধ। তুমি নিম্নাভিমুখগামী সলিলসম্ভূতা; সুতরাং তোমার অন্তঃকরণও তদ্রূপ লঘু ও নিকৃষ্টপথাবলম্বী, এবং তোমার প্রভুত্ব ও ক্ষমতাও তদ্রূপ ক্ষণপ্রভা সদৃশ ক্ষণস্থায়ী। যেমন বারাঙ্গনারা আপনাপন নায়ককর্ত্তৃক সর্ব্ববিষয়ে পুরস্কৃতা ও সম্বর্দ্ধিতা হইলেও নিত্য নিত্য নূতন নূতন পুরুষে আসক্ত হয়, সেইরূপ তুমিও আশ্রিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক যথাবিধানে পূজিতা সৎকৃতা হই-লেও ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন পতি আশ্রয় করিয়া থাক। তুমি কি জান না যে, তোমারই ভর্ত্তা ভগবান বিষ্ণু আমারই কোপানল হইতে নিষ্কৃতি লাভবাসনায় বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গম গণ্ডকীগিরিগুহায় লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, ও আমিই কীটরূপে তাঁহাকে

কর্ত্তন করিয়া কত শত পবিত্র নারায়ণশিলা উৎপাদন করিয়াছিলাম। কি বলিব তুমি রমণী, তজ্জন্যই এখনও তপনতনয়ের ক্রোধানল হইতে অব্যাহত রহিয়াছ।

প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে যেমন তাহা অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়, তপনতনয়ের কটূক্তি শ্রবণে লক্ষ্মীও তদ্রূপ রোষান্বিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, গ্রহাধম! তোমার যদি উচিত অনুচিত ও হিতাহিত বোধ থাকিবে, তবে, আর দুঃখের বিষয় কি হইবে। ত্রিলোক মধ্যে এমন মহাপাতক কি আছে যাহা তোমার আশ্রয় ব্যতীত সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভগবান বিষ্ণু তোমার ভয়ে পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন বলিয়া তুমি আপনাকে মনে মনে অতিশয় গর্ব্বিত ও ক্ষমতাশালী বোধ করিয়াছ! কিন্তু বীরকুলর্ষভ অত্যদ্ভূত পরাক্রম-শালী পবননন্দন হনু পুনঃ পুনঃ ঘোর সঙ্কটে মুক্তি দান করিলেও কি পুরুষসিংহ রামচন্দ্র সদৃশ বীর্য্য-বন্ত ও ভক্তিভাজন হইতে পারে? না শোভাধার পূর্ণচন্দ্র করালরাহুকবলিত হইলেও কি দুরাচার রাহু শশধর অপেক্ষা পূজ্য ও আদরনীয় হইতে পারে? অথবা তন্নিবন্ধন ভগবান ভোলানাথ কখন সুধাকরকে স্বীয় ললাট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন?

রে আত্মাভিমানিন্! বল দেখি কোন্ মহাত্মা নিজ মুখে আপন গৌরব ও সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিয়া সাধুজন সমাজে উপহাসাস্পদ ও ঘোর নরকাগ্নিতে নিপতিত হয়? আর কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার মত অকারণ অথবা সামান্য কারণে প্রাণীগণকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে? যেমন যে ধন পরোপকারে ব্যয়িত হয় সেই যথার্থ ধন; তেমনই যে সুখ্যাতি পর মুখে কীর্ত্তিত হয় তাহাই যথার্থ যশঃ। তোমার মত কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনাকে আপনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান্ জ্ঞানে জগৎ তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকে? আপনাকে আপনি সর্ব্ব প্রধান বলিলে কি হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ ন্যায়বান্ মহাত্মা সমীপে গমন কর, আত্মাভিমানসহ তোমার ঔদ্ধত্যও দূরীভূত হইবে।

আহত ব্যাঘ্র পশ্চাদ্বর্ত্তী আততায়ীর পুনরাক্রমণে যে প্রকার বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়, লক্ষীকৃত তিরস্কারে গ্রহরাজ তদপেক্ষাও ক্রুদ্ধ ও উত্যক্ত হইলেন এবং গর্ব্বিত বাক্যে বলিলেন, কমলে! যেমন কোমলকায় বালকের প্রাণ বিনাশ করিলে কৃতান্তের বীরত্ব প্রকাশ পায় না ও যেমন সমুদ্র লবণাম্বু পরিপূর্ণ হইলেও করুণাময় ঈশ্বরের অপার করুণার অণুমাত্র ও খর্ব্বতা হয় না, তদ্রূপ তোমার মত অনার্য্যা রমণী

কর্ত্তৃক কটুবাক্যে আমারও সর্ব্ববাদিসম্মত প্রভু-ত্বের কণামাত্রও হ্রাস হইতে পারে না। অমূল্য নির্ম্মল মণির উপরি যদি ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া পতিত হয়, তাহা হইলে কি তাহার মূল্য ন্যূন হইয়া থাকে? যাহা হউক তোমার মত অস্থিরপ্রকৃতি রমণীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিলে সুরসমাজে আমারই অপযশ কীর্ত্তিত হইবে। আমাদের উভ-য়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, তাহা জানিবার নিমিত্ত তোমায় অধিক আয়াস করিতে হইবে না; তুমি একবার ভগবান শঙ্করবিরাজিত নিত্যানন্দময় কৈলাস ধামে গমন কর, তথায় তোমারই অগ্রজ স্বীয় সুরম্য গজেন্দ্রবদন বিস্তার করিয়া ইহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিবেন।

উভয়ে এইরূপ বাক্‌-বিতণ্ডা করিয়া পরিশেষে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ন্যায়পরায়ণ মহারাজ শ্রীবৎসকেই উপস্থিত বিবাদের মীমাংসক স্থির করিলেন, এবং উভয়েই অবিলম্বে মহারাজ শ্রীবৎসের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মহারাজ তৎকালে স্নান করি-বার নিমিত্ত প্রফুল্ল মনে সরোবরে গমন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে অকস্মাৎ তপনতনয় ও সিন্ধু-তনয়াকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

পূর্ব্বক আগমন-বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য উভয়ের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। শনি ও লক্ষ্মী ভূপতিকে যথোপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজ্যের ও অপরাপর বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সূর্য্যনন্দন সহাস্য বদনে কহিলেন, ধরণীপতে! আমাদের এই উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও গৌরবে কে অধিক পূজ্য ও শ্রেষ্ঠতর, তাহাই অদ্য তোমাকে মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের পরস্পর ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

শনৈশ্চর-প্রমুখাৎ ঈদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস ভয় ও বিস্ময়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু, অব্যবহিত পরেই বিনয় ও ভক্তি সহকারে নিবেদন করিলেন, প্রভো! মাদৃশ হীনবুদ্ধি ব্যক্তির উপরি এতাদৃশ গুরুতর ও দুর্ব্বোধ বিষয়ের ভার অর্পণ করা কেবল এ দাসকে বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ করা মাত্র। অদ্য আমি এ প্রশ্নের উত্তর দানে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম। যদি অধীনের মুখে মীমাংসা-বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনারা নিতান্তই উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী কল্য শুভাগমন করিলে আমি

আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসমত প্রকৃত উত্তর প্রদান করিব। এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক আজ্ঞাধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

শনি ও লক্ষ্মী মহারাজের বিনয় ও সৌজন্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর উভয়েই ভূপতিকে অশেষবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া সে দিন তথা হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক আপন আপন অভিলষিত স্থানে গমন করি-লেন। মহারাজও তখন স্নানাদি সমাধানপূর্ব্বক উক্ত বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণহৃদয়ে অন্তঃপুর মধ্যে মহারাণী চিন্তাবতী সমীপে উপনীত হইলেন।

মহারাণী চিন্তাবতী মহারাজের নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র প্রভাত কালীন শশধর অপেক্ষা ম্লান ও নিষ্প্রভ নিরীক্ষণে অতিশয় দুঃখিতা ও চিন্তিতা হইলেন। এবং সকাতরে বিনীত বচনে মহারাজের অকস্মাৎ তাদৃশ ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ শনি ও লক্ষ্মী সংঘটিত বিবাদবৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত বর্ণন করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

মহারাণী চিন্তাবতী মহারাজের মুখে এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষাদিতা ও বিস্মিতা হইলেন, এবং কাতর

স্বরে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! যেমন মরুভূমিতে সিরোক্কোর প্রবাহিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তদ্দিক ঘোরতর আরক্ত বর্ণে রঞ্জিত হয়, তদ্রূপ এই গুরুতর কাণ্ডও নিশ্চয়ই আমাদের ভাবী অপ্রিয় ও অশুভ সংঘটনের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এতদিনে বুঝি এ হতভাগিনীর সৌভাগ্যসূর্য্য, ভীষণদুঃখাচলে চির অস্তমিত হইল! নচেৎ অমরগণ পরস্পর বিরোধ করিয়া সুরলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে মানবকে কি জন্য মীমাংসক স্থির করিবেন? যাহা হউক মহারাজ তজ্জন্য পরিতাপিত বা দুঃখিত হওয়া ভবাদৃশ মহাত্মার কোন ক্রমেই উচিত নহে। সর্ব্ব-শক্তিমান পরমপিতা পরমেশ্বর যখন যাহা করিবেন, তাহাই হইবে; কেহই কস্মিন্‌কালেও তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে সেই করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই এই আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র প্রশস্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। অতএব কায়মনোবাক্যে সেই বিপদ্বিনাশন মধুসূদনের চরণযুগলে আত্মসমর্পণ করুন। অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে আসন্ন বিপদ হইতে সম্যক্ মুক্তিলাভ করিবেন। এইরূপ নানাবিধ সুমিষ্ট বচন প্রয়োগ করিয়া মহারাণী তৎকালে মহা-রাজের চিত্তচঞ্চলতা ও মলিনতা দূরীভূত করিলেন।

মহারাজও মহিষীসহ সেই দিবস এইরূপেই অতিবাহিত করিলেন।

নিশাবসানে নরপতি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান করিলেন। অনন্তর, তিনি পরমরমণীয় রাজপরিচ্ছদ ও রাজভূষণে ভূষিত হইয়া সভামণ্ডপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করিলেন; এবং অমাত্য ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া উৎসুকান্তঃকরণে অমরদ্বয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ মনে মনে স্থির করিলেন যে, নিজ মুখে কাহারও অপযশ কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবৈধ ও যুক্তিবহির্ভূত। অতএব বাক্য প্রয়োগ না করিয়া কৌশলপূর্ব্বক উপস্থিত বিবাদ নিষ্পত্তি করাই উচিত ও শ্রেয়স্কর। মহারাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সমীপবর্ত্তী কিঙ্করকে একটী হিরণ্ময় ও একটী রজতময় সিংহাসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। কিঙ্করেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রই সিংহাসনদ্বয় আনয়ন করিল, এবং ভূপতির নিদেশানুসারে হৈম সিংহাসনটী মহারাজের বিচারাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ও রজতসিংহাসনটী বামপার্শ্বে স্থাপিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সিন্ধুতনয়া কমলা ও সূর্য্যতনয় শনৈশ্চর মহারাজ শ্রীবৎসের সভামণ্ডপে উপনীত

হইলেন। মহারাজ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের চরণতলে পতিত হইলেন, এবং ভক্তিভাবে উভয়েরই অসংখ্য স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই প্রফুল্ল মনে প্রণত মহারাজকে উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে মহারাজ শ্রীবৎস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থ বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কমলালয়া কমলা ভূপতির বিচারাসনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত হিরণ্ময় সিংহাসনে উপবেশন করিলে বোধ হইল যেন সৌদামিনী মহারাজের পুণ্যফলে মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছেন। এদিকে ভূপতির বামপার্শ্বস্থিত রজতময় সিংহাসনে গ্রহরাজ শনৈশ্চর উপবিষ্ট হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বালার্ক মহারাজের সভাস্থলে সমুদিত হইয়াছেন। তদনন্তর অমরদ্বয়ের অনুমতি অনুসারে মহারাজ শ্রীবৎস উভয়ের মধ্যস্থিত স্বীয় বিচারাসনে সমাসীন হইলেন। তৎকালে সভাস্থল যে কি অপূর্ব্ব রমণীয় শোভা ধারণ করিল তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক তৎপরে মহারাজ অমরদ্বয়ের মুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত নানাবিধ অমৃতময় বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইতে লাগিলেন।

অতঃপর দিবাকর-নন্দন শনৈশ্চর কহিলেন, রাজন্! সলিল-প্রবাহ যেমন ক্রমশই বর্দ্ধিতায়তন হয়, বাক্যস্রোতও তদ্রূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আর অন্য বিষয় আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। আমাদের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা করিয়া দাও। গ্রহরাজের বাক্যাবসানে উদারচেতা মহারাজ শ্রীবৎস সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনি এ দাসের প্রতি সদানুকূল ও চির-প্রসন্ন। আজ্ঞাধীনকে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করণে অপারগ জানিয়া কৃপা পুরঃসর আপনি স্বয়ংই তাহার সম্যক মীমাংসা করিয়াছেন। এক্ষণে কি নিমিত্ত পুনর্জিজ্ঞাসা করিয়া অধীনকে লজ্জিত ও নিগৃহীত করিতেছেন? আপনাদের উপবেশনাধার সিংহাসনই উপস্থিত বিবাদের উত্তম মীমাংসক। আরও আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি যে, পরম-পূজ্য গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণই দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এবং অপেক্ষাকৃত হীনমর্য্যাদাশালী ব্যক্তিগণই বামপার্শ্বস্থ আসনের উপযুক্ত। আপনারাও ঠিক এই মতানুসারেই উপবেশনপূর্ব্বক উপস্থিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এক্ষণে নিজ মহানুভাবতা গুণে অনুকম্পাপ্রদর্শনপুরঃসর এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা

করুন। এই বলিয়া মহারাজ বিরত ও নিস্তব্ধ হইলেন।

বীরবর-প্রক্ষিপ্ত বক্ষঃপতিত তীক্ষ্ণ শায়ক যেমন হৃদয় বিদীর্ণ ও সর্ব্বশরীর অবসন্ন করে, তদ্রূপ মহারাজের চতুরতাময় বাক্যবাণও গ্রহাধিপতির মর্ম্ম বিদীর্ণ ও শরীরস্থ গ্রন্থিসকল শিথিল করিয়া দিল। ফলতঃ গ্রহরাজ তখন উত্তমরূপ বুঝিতে পারিলেন যে, মর্য্যাদাভঙ্গের সদৃশ গুরুতর মর্ম্মভেদী ব্যাপার বিশ্বমধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। তৎকালে গ্রহাধিপতি নিতান্ত খিন্ন, অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া লজ্জাবনতবদনে কিয়ৎকাল অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে উচ্ছ্বসিত মর্ম্মবেদনা কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া নিঃশব্দে সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে হরি-হৃদয়-বিলাসিনী কমলা যার পর নাই প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া মহারাজের অশেষবিধ কল্যাণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ল বদনে মহারাজকে কহিলেন, বৎস! তোমার সৌজন্য, শীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে আমি নিরতিশয় আনন্দিতা হইয়াছি! এক্ষণে অসঙ্কুচিত চিত্তে আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তচ্ছ্রবণে মহারাজ শ্রীবৎস কহিলেন, মাতঃ!

যদি আপনি এ দাসের প্রতি অণুমাত্রও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বর প্রদান করুন, যেন অহঙ্কাররূপ দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ, কস্মিন্ কালেও আমার মনোমন্দিরে স্থান প্রাপ্ত না হয়। আর যদি কখনও বিপৎকাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেন আমি আপনকার ঐ অভয় শ্রীচরণাম্বুজ সন্দর্শন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিতে পারি। ভগবতী কমলা 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান পূর্ব্বক উল্লাসিতান্তঃ-করণে সুরলোকাভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজও সে দিন এইরূপে সভার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক উপ-স্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম ভাবিয়া আনন্দিত মনে প্রাণাধিকা চিন্তাবতী সমীপে উপনীত হইলেন। এবং নানাবিধ মিষ্টালাপে মহারাণীর সহিত পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে গ্রহরাজ শনৈশ্চর শ্রীবৎস ভূপতির মীমাংসায় লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া এরূপ বিষণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা তাঁহার মনোমধ্যে সমধিক উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি অনন্যকার্য্য হইয়া অনন্যচিত্তে পদে পদে মহারাজের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস ভূপতি এরূপ শুদ্ধাচারী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন যে, গ্রহরাজ বিশেষ সতর্কতা

সহকারে নিরন্তর তাঁহার দোষান্বেষী হইয়াও একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর মধ্যে তাঁহার বিন্দুপ্রমাণও পাপস্পর্শ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু গ্রহরাজ তাহাতে অণুমাত্রও শিথিল-প্রযত্ন বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; বরং তন্নিবন্ধন তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে এক দিন মহারাজ শ্রীবৎস পদপ্রক্ষালনানন্তর একাগ্র হৃদয়ে ইষ্টার্চ্চনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় এক পিপাসার্ত্ত কুক্কুর তাঁহার চরণপ্রক্ষালিত জল সচ্ছন্দে পান করিয়া প্রহৃষ্ট মনে চলিয়া গেল। সূর্য্যপুত্রও তদ্দর্শনে অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণ হইলেন। এবং ইহাকেই মহারাজের শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত সুযোগ বিবেচনা করিলেন। যেমন পাপরূপ পিশাচ কোন দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাতসারে মানবের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হয়, গ্রহরাজও তদ্রূপ এই সূত্রে অতর্কিত ভাবে ভূপতির শরীরাভ্যন্তরে আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এইরূপে শনৈশ্চর বহু দিবসের পর মহারাজের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কালভুজঙ্গ যেমন কুলায়

মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ পূর্ব্বক একে একে পক্ষিশাবক সমস্ত গ্রাস করিয়া শূন্যনীড় করে, গ্রহরাজও তদ্রূপ মহারাজের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণ সমুদয় ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া তাঁহাকে অন্তঃসার-বিহীন করিলেন। ফলতঃ উদারতা, বদান্যতা, ন্যায়পরতা ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণে মহারাজ সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত থাকিতেন, এক্ষণে তৎসমুদয়ই তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূরে অপসারিত হইল। গ্রহরাজের মায়াপ্রভাবে মহারাজ তৎকালে জীবিত কি মৃত, জাগরিত কি নিদ্রিত, ভূপতি কি ভিখারী, স্বর্গবাসী কি রসাতল-বাসী ত্রিপক্ষকাল মধ্যে ইহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ লব্ধসংজ্ঞ হইলে মহারাজ বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ দুর্দ্দান্ত শনৈশ্চরের ক্রোধানলে পতিত হইয়াছেন।

এইরূপে মহারাজ কিঞ্চিন্মাত্র চৈতন্যলাভ করিলে গ্রহরাজ আপন প্রভুত্ব প্রদর্শনার্থ তাঁহার রাজ-ধানী মধ্যে অযথাভূত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। গৃহ, মঞ্চ ও মন্দির প্রভৃতি অকস্মাৎ ভগ্ন হইতে লাগিল; দাবানল-তুল্য প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি সমুদ্ভূত হইয়া গৃহাদি সমুদয় দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল;

এবং তজ্জাত ধূমনিবহে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হও-য়াতে দিবাকর কর সমাচ্ছাদিত হইল সুতরাং তৎ-কালে দিবস রজনী তুল্য হইয়া উঠিল; মধ্যে মধ্যে ঘন ঘন রক্তবৃষ্টি ও উল্কাপাত হইয়া সকলকে মহাত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সংখ্যাতীত গো-মহিষাদি জন্তুগণ অকালে শমন-নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পতিপ্রাণা রমণীরাও পতি-সহবাস নিতান্ত কষ্টপ্রদ এবং স্বাধীনতা ভোগের কষ্টস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অকারণে ভর্ত্তাপ্রতি নানাবিধ অশ্লীল ও অসাধু ভাষা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজভবন পতিহীনা রমণীর ন্যায় সৌন্দর্য্য-বিহীনা ও দুঃখময়ী হইয়া উঠিল। রাজধানীস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ এবম্বিধ অভূতপূর্ব্ব দৈবদুর্ঘটনা দেখিয়া স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

গ্রহরাজের তাদৃশ নিদারুণ অত্যাচার দর্শনে মহারাজ অতিশয় চিন্তিত ও শোকাভিভূত হইলেন। ফলতঃ যেমন ভীষণ অশনি পতিত হইয়া ভূধরকে বিদীর্ণ ও কম্পিত করে, সেইরূপ মহারাজের অন্তঃ-করণও তাদৃশ বিপদপাতে কম্পিত ও ব্যথিত হইতে লাগিল। তিনি অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ

করা ভিন্ন আর পরিত্রাণ লাভের উপায়ান্তর নাই। তখন তিনি পলায়নোদ্যত প্রকৃতিবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, আমারই নির্বুদ্ধিতাবশতঃ গ্রহাধিপ শনি রাজ্যমধ্যে এইরূপ দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব আমি রাজ্যপরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগকে আর এরূপ উপদ্রব সহ্য করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। আমি অদ্যই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতেছি। তাহা হইলেই তোমরা সুস্থ ও নিরুদ্বেগ হইবে। এই বলিয়া মহারাজ বনগমনার্থ বিদায় গ্রহণ জন্য অন্তঃপুর মধ্যে মহিষী চিন্তাবতী সমীপে গমন করিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জও মহারাজের মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত মনে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

ক্ষণকাল পরেই মহারাজ মহিষীসন্নিধানে উপনীত হইয়া কাতর বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে! গ্রহরাজের অত্যাচারে প্রকৃতিবর্গ নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, আমিও যারপর নাই উৎকণ্ঠিত ও শোকাকুলিতচিত্ত হইয়াছি। তাঁহার অত্যাচারে কেবল প্রাণমাত্র বিনষ্ট হইতে অবশিষ্ট আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে রাজধানী পরিত্যাগ ভিন্ন রাজ্য ও প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর

নাই। অতএব আমি জীবনরক্ষার্থে গভীর অরণ্য বাস আশ্রয় করিতেছি; তুমিও কিছুকালের জন্য তোমার পিত্রালয়ে গমন কর; অণুমাত্রও বিষাদিতা হইও না। এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল; ইহার সুখ দুঃখও চক্রবৎ নিয়তই পরিঘূর্ণিত হইতেছে। বিশ্ব-পতি তাঁহার বিশ্বরাজ্যে এইরূপ কত শত অত্যদ্-ভুত, অননুভবনীয় কার্য্যসংঘটনদ্বারা মনুজগণকে কখন বা অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি এবং কখন বা নিতান্ত-নিরন্ন করিতেছেন। তজ্জন্য আসন্ন বিপদে বিরক্ত বা রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে; প্রত্যুত তাহাতে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। তোমার মত বুদ্ধিমতী ধরণী-মণ্ডলে অতি বিরল। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া অভিলষিত বহুমূল্যরত্নাদি গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বস্ত অনুচরসহ তোমার পিত্রালয়ে গমন কর। নচেৎ আপতিত বিপদ হইতে জীবনরক্ষার উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এই বলিয়া মহারাজ বিষাদে তীক্ষ্ণ-শরাহত বনস্পতির ন্যায় নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। আহা! মহারাজের তৎকালীন অশ্রুময় নয়নোৎপল সন্দর্শন ও আন্তরিক ভাব পর্য্যালোচনে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে শোক প্রবাহ সঞ্চারিত না হয়?

কূর্ম্ম যেমন বিশেষ ভয়প্রযুক্ত তাহার বহিষ্কৃত প্রসন্নবদন অন্তর্নিহিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চল ও ম্রিয়মাণ হয় তদ্রূপ মহারাজের বজ্রসদৃশ ভীষণ বাক্য শ্রবণে মহারাণী চিন্তাবতীর শ্বাসবায়ুও হৃদয়াভ্যন্তরে বিলীন হইল। তখন মহারাণী অতি কষ্টে অন্তরস্থ উচ্ছ্বলিত শোকাবেগসংবরণপূর্ব্বক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, প্রাণকান্ত! সম্প্রতি গ্রহদোষে আপনি অতিশয় কাতর ও উদ্‌বিগ্ন হইয়াছেন সত্য; কিন্তু এ দাসীত জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার শ্রীচরণে কোন অপরাধ করে নাই, তবে কি নিমিত্ত বিনা দোষে চিরদাসীকে পরিত্যাগ করিতেছেন। যেমন কুমুদিনীর শশধর ও কমলিনীর ভাস্কর ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই তদ্রূপ আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনী চিন্তারও দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। জীবিতেশ্বর! এই কি আমার পিত্রালয় গমনের উপযুক্ত সময়? এরূপ অবস্থায় তথায় গমন করিলে কেবল অরাতিকুলের আনন্দ ও মহারাজের অপযশ বর্দ্ধন মাত্রই হইবে। অতএব কৃপাপুরঃসর দাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। এই বলিতে বলিতে মহারাণী যুগপৎ ভয় ও শোকে বাতাভিহতা কদলীবৎ মহারাজের চরণতলে নিপতিতা হইলেন।

আত্মজ্ঞানশূন্য মহারাজ শ্রীবৎস তৎক্ষণাৎ মহা-

রাণীর কোমলকরপল্লব স্বকরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। এবং নানাবিধ প্রণয়পূরিত মধুরবচনে তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিকে! ইহা অতীব আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে, অনার্য্যা রমণীসুলভ মোহ তোমাকেও এত কাতর ও ব্যাকুল করিয়াছে। ইহা কেবল আমারই দুরদৃষ্টের ফল। যদি তাহাই না হইবে তবে অমরগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিবেন? ও আমিই বা কি জন্য তাঁহাদের বিবাদ মীমাংসা করণার্থ ভারগ্রহণ করিব। যাহা হউক প্রিয়ে! তজ্জন্য এখন ভাবিবার বা পরিতাপ করিবার সময় নাই। তুমি সত্বর তোমার জনকভবনে গমন কর। তথায় স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সদাশয়তা গুণে আমার অনুপস্থিতিকাল তুমি পরম সমাদরেই অতিবাহিত করিতে পারিবে। বিবেচনা করিয়া দেখ কেবল পতিসহবাসসুখ ব্যতিরেকে তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে আর কোন কষ্টই ভোগ করিতে হইবে না। অতএব বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ সত্বর তথায় গমন কর।

মহারাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া মহারাণী অশ্রুপূর্ণলোচনে ভূপতির পদধারণপূর্ব্বক করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, জীবিতনাথ! আপনার কি

অবিদিত আছে যে, এ পর্য্যন্ত বিশ্বস্রষ্টাকর্ত্তৃক এমন কোনও মূল্যবান ও মনোরম পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই, যাহা লাভ করিবার জন্য পতিপ্রাণা রমণী পতিরত্নকে ক্ষণকালের জন্যও নয়নান্তরাল করে! ফলতঃ নেত্রতৃপ্তিকর বিকসিত কুসুমই যেমন ব্রততীর একমাত্র সম্পত্তি ও গৌরবনিদান, তেমনই পতিরত্নই পতিব্রতার সারসর্ব্বস্ব ও সর্ব্ব সুখের নিদান। আরও দেখুন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, ঘোর বিপত্তি কালে অথবা দুর্নিবার দুঃখে ভার্য্যাই একমাত্র পরম বন্ধু। মহারাজ! যেমন স্রোতস্বতী জলদপীড়নে সমাকুলিতা হইয়া গর্ভস্থ জলরাশি দুই পার্শ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আন্তরিক দুঃখভার লাঘব করে, তদ্রূপ দাসী নিকটে থাকিলে মহারাজও আন্তরিক দুঃখবর্ণনে অনেকাংশেই সুস্থতালাভ করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব হতভাগিনীকে জন্মের মত পরিত্যাগ না করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন।

মহারাণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরণীধর শ্রীবৎস কহিলেন, প্রেয়সি! বনস্থানবৃত্তান্ত তোমার অপরিজ্ঞাত, তজ্জন্যই তুমি বনগমনে সাহস ও অভিলাষ করিতেছ। বনস্থল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। অরণ্যপথ স্বভাবতঃই দুর্গম, বন্ধুর ও কণ্টকময়। তাহা অতিক্রম করিয়া গমন ও তথায় অবস্থান দুঃসহ

ক্লেশকর ও যন্ত্রণাপ্রদ। বনভূমি নিরন্তরই নর-রুধিরলোলুপ হিংস্রশ্বাপদজন্তুপরিবৃত। তাহাদের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিলেই প্রকৃত বীর পুরুষেরও হৃদয় কম্পিত ও শঙ্কিত হয়। তুমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবতঃই কোমলহৃদয়া ও ভীরুস্বভাবা। অতএব বনগমনবাসনা পরিত্যাগ কর।

মহারাণী চিন্তা প্রাণেশ্বর প্রমুখাৎ এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দুঃখিতা হইলেন, এবং বিষণ্ণবদনে বলিতে লাগিলেন প্রাণবল্লভ! যেমন মীনগণ জল ভিন্ন অন্য স্থানে কদাচই জীবন ধারণ করিতে পারে না সেইরূপ পতিপরায়ণা রমণীগণ কখনই পতিবিরহ সহ্য করিতে পারে না। কেবল পতিই তাহাদের কি ঐহিক কি পারলৌকিক যাবতীয় সুখের একমাত্র মূলীভূত কারণ। আপনার আশ্রমসমীপবর্ত্তী অরণ্যচর কোন হিংস্র জন্তুর করাল কবলে পতিত হওয়াও সহস্র গুণে সুখজনক; তথাপি আপনার বিচ্ছেদানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া পিত্রালয়ে কি, সুরপুরীতে অবস্থানও বিশেষ যন্ত্রণাপ্রদ।

শ্রীবৎস ভূপতি বনগমনে মহারাণীর এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে অগত্যাই তাঁহাকে সমভিব্যাহারিণী করিতে বাধ্য হইলেন, এবং বনবাসক্লেশ

কিয়ৎ পরিমাণে লাঘবকরণার্থ যথাসাধ্য মণিমাণিক্যাদি সঙ্গে লইতে মহারাণীকে আদেশ করিলেন। মহারাণীও ভূপতির অনুমতি অনুসারে স্বাভিলষিত রত্নাদিদ্বারা একটী রত্নাধার পরিপূর্ণ করিলেন। তদনন্তর মহারাজ মহিষীসহ প্রস্থানের উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষায় বিষণ্ন মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে ভগবান্ ভাস্করদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তাঁহার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ও মহারাণীর বদনকমল পূর্ব্বাপেক্ষা নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। রজনীনাথ উপযুক্ত সময় বোধে পারিষদবর্গপরিবৃত হইয়া গগনমণ্ডলে সমুদিত হইলেন। কুমুদিনী সলিলোপরি বিকসিত হইয়া প্রাণকান্ত শশাঙ্কের চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিল। প্রকৃতিসতী মহারাজ ও মহারাণীর দুঃখময়ী ম্লানমূর্ত্তি অবলোকনে অতিশয় দুঃখিতা হইয়া তিমির বসনে সর্ব্বশরীরসমাচ্ছাদিত করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে শোকভরে বাক্‌শক্তি বিরহিতা হইয়া অধিকতর গম্ভীর ও নিস্তব্ধ হইয়া উঠিলেন। কুত্রাপি একটী মাত্রও শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। কেবল কর্কশকণ্ঠ পেচকগণ সময়জ্ঞাপনার্থই যেন মহারাজের কর্ণমূলে বারম্বার শব্দ করিতে লাগিল। মহারাজ ইহাকেই

উপযুক্ত সময় বোধে প্রাসাদ হইতে বহির্দ্দেশে বহির্ভূত হইলেন। মহারাণীও পূর্ব্বকৃত রত্নাধার লইয়া ছায়ার ন্যায় মহারাজের অনুগমন করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা রাজভবন অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে নগরপ্রান্তে সমুপস্থিত হইলেন। এবং অন্যকর্ত্তৃক পরিচিত বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার ভয়ে রাজ-পথ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়াই দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়াই মহারাণী অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। মহারাজ তাঁহাকে নানাবিধ উৎসাহ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা কিছু দূর গমন করিয়াই অরণ্যসীমায় পদার্পণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে মহারাজ শ্রীবৎস মহিষীসমভিব্যবহারে বনপ্রবিষ্ট হইলে গ্রহরাজ তাঁহাদের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন শ্রবণ কর। মহারাজ কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ স্রোতস্বতী প্রবল বেগে তরঙ্গ ধ্বনি করিতে করিতে

প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাহার অপর পারে উত্তীর্ণোপযোগী কোন প্রকার যান দৃষ্টিগোচর হইল না। তজ্জন্য মহারাজ অতিশয় দুঃখিত মনে নদীতটে প্রেয়সীসহ তরণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোন নিদর্শনই সন্দর্শন না করিয়া কর্ণধার, কর্ণধার বলিয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তথাপি কাহারও কোনরূপ প্রতিশব্দ না পাইয়া অতিশয় কাতর ও শঙ্কিত মনে ভবকর্ণধার হরিকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে গ্রহরাজ শনৈশ্চর কর্ণধার বেশে তরণী লইয়া মহারাজের সম্মুখে সমাগত হইলেন। মহারাজ তদ্দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকৃত নাবিকজ্ঞানে গ্রহরাজকে বলিতে লাগিলেন, কর্ণধার! আমাদিগকে শীঘ্র তটিনীর অপর পারে লইয়া চল। আমরা তোমার অদর্শনে বহুক্ষণাবধি নদীতীরে সময়াতিপাত করিতেছি।

ভূপতি মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশধারী গ্রহাধিপতি কহিলেন, মহাশয়! এই ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে তোমাকে নারী সমভিব্যাহারে নিরীক্ষণ করিয়া আমার বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে। তুমি নিকৃষ্ট তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন্ কুলের

মূর্ত্তিময়ী যশঃপ্রতিমাকে অতলকলঙ্কসলিলে চিরনিমগ্ন করিতেছ ? ফলতঃ তোমার বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত না হইলে কদাচই আমি তোমায় অপর পারে লইয়া যাইতে পারি না। কর্ণধারের নিষ্ঠুর বাক্যাবলী অসীম বিরক্তিকর হইলেও মহারাজকে অগত্যা আত্মপরিচয়দানে বাধ্য হইতে হইল। তখন মহারাজ বলিতে লাগিলেন, কর্ণধার ! আমি প্রতারক বা অপহারক নহি। প্রাগ দেশাধিপতি হতভাগ্য শ্রীবৎস; এই অবগুণ্ঠনবতী চিন্তাবতী আমার সহধর্ম্মিণী। সম্প্রতি আপন কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ হেতু বনগমন করিতেছি। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তটিনীর অপর পারে লইয়া চল। ইহাতে তোমার কোনরূপ পাতিত্য বা অনর্থ সংঘটনের সম্ভাবনা নাই ; প্রত্যুত পরোপকার সাধন হেতু পরম পরিশুদ্ধ আনন্দলাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন আমরাও তোমাকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিব।

মহারাজের বাক্য শ্রবণে গ্রহরাজ মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্ ! কি আশ্চর্য্য ! যে সসাগরাধরাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎসের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বসুমতী কম্পিতা হইতেন, আজি সেই রাজাধিরাজ সামান্য মানবের ন্যায় নদীকূলে মহিষীসহ দণ্ডায়মান !

মহারাজ! যদি তোমার বিরক্তিকর না হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল যে, এই ঘোর বিপত্তিকালে তোমার একান্ত অনুগত তালবেতাল নামক অপ্রমিত পরাক্রমশালী ভৃত্যদ্বয় কোথায়? যক্ষাধিপতি কুবের সদৃশ তোমার সেই বিপুল ধন ভাণ্ডারই বা কোথায়? এবং কি জন্যই বা এ সময়ে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তোমার অমাত্যগণ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছে? এবং যাহাদের ভুজ ও পরাক্রমবলে তুমি ধরণী উপরে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলে এক্ষণে সেই সেনানী ও সেনাগণই বা কি নিমিত্ত তোমার রক্ষার্থ অনুগমন করে নাই? এই সকল বিষয় প্রকৃত রূপে বর্ণন করিয়া আমার চিত্ত সংশয় অপনোদন কর।

তৎকালে মহারাজ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন; কর্ণধার! পূর্ব্ব সৌভাগ্য বর্ণনে আমার অন্তরস্থ প্রজ্জ্বলিত দুঃখ হুতাশন সমধিক উদ্দীপিতই হইবে! কিন্তু যদি তোমার তাহা শুনিবার জন্য নিতান্তই কৌতুহল জন্মিয়া থাকে তবে শ্রবণ কর। এই বলিয়া মহারাজ শনি ও লক্ষ্মীসংঘটিত বিবাদ বৃত্তান্ত আদ্যন্ত কর্ণধারকে অবগত করাইলেন। ভূপতি যতই বলিতে লাগিলেন গ্রহরাজের অন্তঃকরণে বৈরনির্যাতন স্পৃহা ততই বৰ্দ্ধিত

হইতে লাগিল। যাহাহউক শোকার্ত্ত ব্যক্তি আত্ম-দুঃখ অন্যকে বর্ণন করিয়া অনেক পরিমাণে সুস্থতা লাভ করে; তজ্জন্যই মহারাজ বলিতে লাগিলেন, কর্ণধার! যেমন পাদপ প্রকাণ্ড শাখা ও শীতল ছায়া সমন্বিত হইলেও ফল-বিহীনতা হেতু কল-কণ্ঠ বিহঙ্গগণের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হয়, ও পরম রমনীয় সোপান শোভিত প্রশস্ত সরোবর বারিহীন হইলে যেরূপ জলচরগণ তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ পুণ্যশীল মানবগণ ধনহীন হইলেই সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও পরিহার্য্য হয়। এই মায়াময় সংসারের কার্য্য-কলাপ অনিত্য ও দুঃখময়। এবং এই পাঞ্চভৌতিক জীবনও নলিনী পত্রস্থ জলবিন্দু সদৃশ স্বতঃই অস্থির; সুতরাং তদবলম্বী সুখ দুঃখও ক্ষণস্থায়ী। মূঢ় নর তাহা একেবারেই বিস্মিত হইয়া আপনাদিগকে অমরতুল্য জ্ঞান করিয়া নানাকারণে করুণাময় ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে ও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তরই দুৰ্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। নচেৎ আমার এরূপ দুর্গতি কি নিমিত্ত হইবে? যাহা হউক কর্ণধার যদি জীবনের সার্থকতা সম্পাদন ও অন্তঃকরণে নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিতে বাসনা থাকে তবে সাধ্যানুসারে পরোপ



কার সাধনে যত্নবান্ হও। এবং যখন যে কার্য্য করিতে মনে করিবে তাহা সামান্ত মানববুদ্ধির অগোচর হইলেও সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বস্রষ্টার প্রত্যক্ষীভূত ইহা নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও। তিনি বিক্রমাধার দিবাকর ও শোভাধার সুধাকর নামক চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা কি অন্ধকারাবৃত সুষুপ্ত জগৎ, কি অতল-স্পর্শ অগাধ অম্বুধিতল, কি ভীষণ বিজন রেণুময় মরুস্থান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে কর্ণধার! এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া আমা-দিগকে তরঙ্গিনীর পরপারে লইয়া চল।

তদনন্তর ছদ্মরূপধারী গ্রহরাজ কহিলেন, মহা-রাজ! আমি এক্ষণে তোমার উপর সর্ব্বতোভাবে নিঃসংশয় হইয়াছি; আর তোমাকে আত্মপরিচয়-দানে অধিক আয়াস করিতে হইবে না। এই আমি অভিলষিত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া তোমার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছি। কিন্তু মহারাজ! এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখিতেছি। আমার এই ক্ষুদ্র ও ভগ্ন তরি একেবারে তিনজনের অধিক ভারাক্রান্ত হইলে নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইবে। তোমরা দুইজন এবং তোমাদের রত্নাধারও একজন অপেক্ষা অধিক ভার-বিশিষ্ট। অতএব যদি তোমার অভিপ্রেত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে অগ্রে রত্নাধারই অপর পারে

লইয়া যাই, পশ্চাত্তে তোমাদের দুইজনকে একেবারেই লইয়া যাইব। কিন্তু সে বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তোমারই বিবেচনাধীন।

তখন রাজা ও রাণী অগ্রে রত্নাধার প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা নৌকায় উত্তোলন করিয়া দিলেন। রত্নাধার হস্তগত করিয়া গ্রহরাজ আনন্দিতচিত্তে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই তরণী ও তটিনীসহ সহসা অদৃশ্য হইলেন। মহারাজ যাদুকরের ইন্দ্রজালসম্ভূত অত্যাশ্চার্য্য ঘটনাসদৃশ উল্লিখিত কুহকময় ব্যাপারসন্দর্শনে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

গ্রহরাজ মহারাজকে এইরূপ বিস্মিত ও নির্ব্বাক নিরীক্ষণে অদৃশ্যভাবে বিমান হইতে বলিতে লাগিলেন, হে অজ্ঞানান্ধ রাজকুল-কলঙ্ক শ্রীবৎস! তুমি লক্ষ্মীরসহিত বিবাদমীমাংসাকালীন আমাকে যেরূপ মর্ম্মাহত করিয়াছ তোমাকে তদনুরূপ মর্ম্মবেদনা প্রদান করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি তোমাকে অপক্ষপাতী ন্যায়বান্ ভূপতি জানিয়াই তোমার নিকট লক্ষ্মীসহ বিবাদের সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু জানিলাম তুমি অতি অসার, অপদার্থ, পক্ষপাতী, প্রবঞ্চক ও হিতাহিত বিবেচনা বিহীন। মূঢ়! জান না যে, তপনতনয়ের অনু-

মাত্র কোপদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমধ্যে এই অনন্ত জগৎ ভস্মসাৎ হইতে পারে! স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুও আমাকে ভয় করিয়া থাকেন! কিন্তু তুমি সামান্য মানব হইয়া আমাকে যেরূপ অপমানিত করিয়াছ তাহা মনে হইলে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! যাহা হউক এখন আর ভাবিলে কি হইবে? বনমধ্যে চল; তোমাকে সুন্দররূপে শিক্ষা দান করিব। এই দেখ আমি তোমাকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াছি; এক্ষণে তোমার রত্নাধারও গ্রহণ করিলাম। কৈ কাহার সাধ্য আছে আসিয়া তোমাকে রক্ষা করুক। ঐ দেখ, যে নদী তোমার অগ্রগমনের প্রবল প্রতিবন্ধক ছিল, তাহা এক্ষণে আর নাই। আমারই মায়াপ্রভাবে ঐরূপ লক্ষিত হইয়াছিল; এখন সচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আমিও অনুগামী হইতেছি। এই বলিয়া গ্রহরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

মুগ্ধস্বভাবা চিন্তা গ্রহরাজের ভীষণ বাক্য শ্রবণে ও তৎকর্ত্তৃক প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক রত্নাধার গ্রহণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতীব শঙ্কিতা ও শোকাভিভূতা হইয়া কম্পান্বিতকলেবরে মহারাজের চরণতলে নিপতিতা হইলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ শোকাশ্রু পরিপূরিত আপন নয়ন-বারি তাঁহার বিশুষ্ক মুখ-কমলে সিঞ্চন ও নানাবিধ মধুরবচনপ্রয়োগপূর্ব্বক

মহারাণীর চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন; এবং আক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি কি হতভাগ্য ও অপরিণামদর্শী! আমার হৃদয় কি কঠিন! গ্রহরাজকর্ত্তৃক এতাদৃশ নিগৃহীত হইয়া এবং প্রাণাধিকা মহিষীর ঈদৃশী দুর্গতি দেখিয়া এখনও সচ্ছন্দে জীবিত রহিয়াছি। শিরীষকুসুমতুল্য কোমল শয্যায় শয়ন ও অমরবাঞ্ছিত স্নিগ্ধকর উপাদেয় অন্নাশনে যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইত আজি সেই পূর্ণেন্দুনিভাননা চিন্তা বনমধ্যস্থ কঠোর কণ্টকময় বন্ধুর ভূমিতে শয়ন ও বনজ ফলমূল ভক্ষণে জীবন ধারণ করিবে; আর আমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিব! হা নয়ন! তুমি এখনও অন্ধ হইতেছ না! হা প্রিয়ে! দুরাচার শ্রীবৎস হইতে তোমার যে এতদূর দুর্গতি হইবে তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। এতদিনে জানিলাম যে, তুমি সুধাময় কল্পতরু ভ্রমে বিষময় কণ্টকবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছ। এইরূপ বলিতে বলিতে মহারাজ শোকভরে অভিভুত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজকে এবম্বিধ কাতর ও বিচলিতচিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভগবতী কমলা কৃপাপুরঃসর তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন; এবং পিকবরবিনিন্দিত সুমধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস! সাংসা-

রিক অনিত্য শোক মোহে এতদূর অভিভূত ও নিরুৎসাহ হওয়া তোমার মত জিতেন্দ্রিয় ভূপতির নিতান্ত অবিধেয়। সম্প্রতি গ্রহপীড়নে তোমাকে কিছুকাল বন মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে। তজ্জন্য কোনরূপ চিন্তিত হইওনা। আমি তোমার রক্ষার্থে নিরন্তরই নিকটে থাকিব। মৎস্বরূপা গুণ-বতী চিন্তা অনুক্ষণ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া সকল অবস্থাতেই তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে। এক্ষণে এখানে আর কালাতিপাত করিবার প্রয়োজন নাই; গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হও। এই বলিয়া ভগবতী কমলা বিমানমার্গে প্রস্থান করিলেন।

রাজা ও রাণী লক্ষ্মীকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া গমন করিতে করিতে কিয়ৎকাল পরেই চিত্রধ্বজ নামক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এমন সময়ে ভগবান্ কুমুদিনীনায়ক বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। উষাদেবী শুভ্রবসনে সর্ব্বশরীর-আবৃত করিয়া ও পরিমলময় নানা কুসুম আভরণে সুশোভিতা হইয়া পূর্ব্বদ্বারে স্বীয় প্রাণকান্ত অরুণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিমিরবিনাশে কৃত-সংকল্প ভগবান্ ভাস্করদেব অরাতি-অনুচর বোধে পরম সুদৃশ্য তারকাবলীকেও অদৃশ্য করিয়া ফেলি-লেন; এবং পরম রমণীয় সমুজ্জ্বল অরুণবর্ণ ধারণ

করিয়া পূর্ব্বাকাশ কি অপূর্ব্ব শোভাতেই সুশোভিত করিলেন! বোধ হইল যেন বসুন্ধরা দেবী সীমন্তে সিন্দূরবিন্দুধারণ করিয়া আপন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছেন। পক্ষীগণ জাগরিত হইয়া কুলায় পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক মধুরকূজনে যেন দিনমণির স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। প্রকৃতিদেবী কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের সুললিত সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়া পুষ্প-বিকাশচ্ছলে যেন বদন ভরিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। আত্মসুখরতা রজনীর উৎপীড়নে কমলিনী মলিনী ছিলেন, এক্ষণে গগনোপরে প্রাণকান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদে আপন অঙ্গ সৌষ্টব করিতে লাগিলেন। মধুকরগণ মধুপানাশয়ে লোলুপ হইয়া চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতে লাগিল। সমীরণ বিকসিত কুসুমের পরিমল হরণ করিয়া সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইল, এবং নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের অন্তঃকরণে পরমপবিত্রপরমেশপ্রেম উদ্দীপিত করিয়া দিল। পরম রমণীয় উজ্জ্বলসূর্য্যালোকপ্রাপ্ত সমস্ত জগৎ যেন নূতন ভাব ধারণ করিল। প্রাণীগণ নব-উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইল।

শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত মহারাজ শ্রীবৎস ও মহা-রাণী চিন্তা ভগবান্ ভাস্করের সমুদয় দর্শনে ভক্তি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। সমস্ত

রাত্রি পর্য্যটন করিয়া মহারাণী এত কাতর ও ক্ষুধিত হইয়াছিলেন যে, আর কোনও মতেই গমন করিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ অগত্যাই তাঁহার পথশ্রান্তি ও ক্ষুন্নিবারণার্থ গমনে বিরত হইয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে কতিপয় সুপক্ক বদরী আনয়ন করিলেন; এবং অদূরবর্ত্তী তোয়ঃপূর্ণ তড়াগে উভয়ে স্নান ও ইষ্টার্চ্চন পুরঃসর আনীত ফলভক্ষণে ক্ষুন্নিবারণ করিলেন ও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পূর্ব্বমত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অরণ্যের গভীরতম অংশে উপনীত হইলেন; এবং দেখিলেন, কোনস্থানে শালতালাদি সমুন্নত বৃক্ষশাখা সকল বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা বনদেবীর আজ্ঞানুসারে হিংসাকারীগণকে বনাশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিতে নিষেধ করিতেছে। কোনস্থানে আম্র, বিল্ব আমলকী, হরিতকী, কপিত্থজ ও জম্বু আদি বৃক্ষগণ ফলভরে অবনত হইয়া ধনমদোন্মত্ত স্বার্থপর মানবগণকে যেন শিষ্টাচার ও নম্রতা শিক্ষাদান করিতেছে। বনবাসী নানাবিধ বিহঙ্গগণ তাহাদের শাখাসীন হইয়া সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। কোন স্থানে মল্লিকা মালতী প্রভৃতি পুষ্পসকল বিকসিত হইয়া সুমন্দ বায়ুভরে ঈষৎ

দোদুল্যমান হইতেছে। কোন স্থানে নির্ঝরনিচয় স্বচ্ছ বারিদানে অরণ্যস্থ তৃষ্ণাতুর জীবসমূহের পিপাসা শান্তি করিতেছে এবং আত্মসুখাভিলাষী নির্দ্দয় মানবগণকে পরোপকারিতা ও দয়ালুতার উপদেশ প্রদান করিতেছে। কোন স্থানে সিংহব্যাঘ্রাদি দুর্দ্দান্ত ভীষণাকার শ্বাপদগণ পরস্পর শত্রুতানিবন্ধন কূর্দ্দন ও ভ্রমণ করিতেছে। এবং কোন স্থানে ভয়প্রদ মহিষগণ ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম করিতেছে। কোন স্থানে করভগণ আপনাপন বিক্রম-অবগতার্থ শুণ্ডে শুণ্ডে পরস্পর জড়ীভূত করিতেছে। কোন স্থানে কৃতান্তের করালকবলসদৃশ বৃহৎ বৃহৎ ভুজঙ্গগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। এই সমস্ত ভয়াবহ জন্তুদর্শন এবং তাহাদের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া মহারাণী চিন্তা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা ও শশঙ্কিতা হইলেন; এবং অতি কষ্টে মহারাজের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ যতই অগ্রসর হইতে থাকেন বনস্থল ততই অধিকতর দুর্গম ও ভয়ঙ্কর দেখিতে লাগিলেন। তখন আর গমন না করিয়া করুণাময় ঈশ্বরের উপরি আত্মসমর্পণপূর্ব্বক হৃদয়েশ্বরী চিন্তাসহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীবৎস নরপতি মহিষীসহ কতদিন সেই গভীর অরণ্যে কালযাপন করিয়াছিলেন ও গ্রহরাজ শনিই বা অতঃপর তাঁহার উপর কি রূপ আচরণ করিলেন জানিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলে ভগবান্ বাসুদেব পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

হে কৌন্তেয়! এইরূপে শ্রীবৎসভূপতি মহিষীসহ অনেক দিবস তথায় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদিন মহারাজ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আশ্রমের কিয়দ্দূরে কয়েকজন ধীবর স্কন্ধদেশে জাল ও কটিতটে স্ব স্ব মৎস্যাধার গ্রহণ করিয়া গমন করিতেছে; তদ্দর্শনে মহারাজের অন্তঃকরণে মৎস্য ভোজনের বাসনা বলবতী হইল। ধীবরগণ যতই গমন করিতে লাগিল, মহারাজ ততই মৎস্যভোজনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে লাগিলেন; এবং কিছুতেই লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার আহ্বান করিয়া তাহাদিগের নিকট একটী মৎস্য যাচ্ঞা করিলেন।

ধীবরগণ তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া দুঃখিত মনে নিবেদন করিল, মহাশয়! অদ্য কি অশুভক্ষণেই আমরা বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যে একজনও একটি মৎস্য ধারণ করিতে পারে নাই। এই বলিয়া মহারাজের প্রতীতির জন্য তাহারা আপনাপন মৎস্যাধার তাঁহাকে দেখাইয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাতেও মহারাজের মৎস্য ভোজনস্পৃহা নিবৃত্তি হইল না; বরং তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত হইল। ফলতঃ প্রবল ঊর্ম্মি উত্থিত হইয়া যেমন সাগরাম্বুকে কম্পিত ও আলোড়িত করে, তদ্রূপ মৎস্য ভোজনস্পৃহা তাঁহার অন্তঃকরণকে আন্দোলিত ও আকুলিত করিতে লাগিল। তখন মহারাজ নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; এবং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পরিশেষে তাল-বেতাল নামক অনুচর-দ্বয়কে আহ্বান করিলেন। মহারাজের স্মরণমাত্রই যক্ষদ্বয় তাঁহার নিকট আগমন করিল। তখন মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দ্রুতপদে গমন করিতে করিতে পুনরায় ধীবরগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন; এবং সত্বর তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ধীবরগণ!

আমার মৎস্যভোজনবাসনা কিছুতেই নিবৃত্তি হই-তেছে না। অতএব তোমরা আমার অনুরোধে একবারমাত্র ঐ সম্মুখবর্ত্তী তড়াগে জালনিক্ষেপ কর; আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, করুণাময় ঈশ্বরের অনু-কম্পায় তোমরা প্রচুর মৎস্য প্রাপ্ত হইবে।

ধীবরগণ মহারাজের কাতরতা ও আগ্রহাতিশয়-সন্দর্শনে করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় অনু-মোদন করিল; এবং সকলে একত্র হইয়া যেমন সম্মুখস্থ তড়াগে জাল নিক্ষেপ করিল অমনই মহা-রাজের অনুমতি অনুসারে তালবেতাল জলাশয়ের সমস্ত মৎস্য তাহাদের জালে আবদ্ধ করিয়া দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। ধীবরগণ জল হইতে জাল উত্তোলনকালীন তাহার অধিক গুরুত্বহেতু মনে মনে নানাবিঘ্ন-আশঙ্কা করিতে লাগিল কিন্তু জাল উত্তোলন করিয়া যখন প্রচুর মৎস্য দেখিতে পাইল তখন তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না, এবং সকলে মহা বিস্মিত হইয়া মনে মনে মহারাজকে সিদ্ধপুরুষজ্ঞান করিয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সমস্ত মৎস্যই তাঁহাকে প্রদান করিল।

মহারাজও ধীবরগণের সঙ্গে সঙ্গে যার পর নাই আনন্দিত হইয়া কেবল একটি মাত্র শকুল মৎস্য গ্রহণ

করিলেন; এবং অবশিষ্ট সমস্তই তাহাদিগকে প্রত্যর্পণপুরঃসর প্রাপ্ত মৎস্য সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা তদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত মৎস্য সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইল; এবং ভক্তি ভাবে তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া অশেষবিধ ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর মহারাজ সানন্দ মনে সেই শকুল মৎস্যটি গ্রহণ করিয়া সত্বর আশ্রমে আগমন করিলেন; এবং মহিষীকরে অর্পণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! মৎস্য ভোজনেচ্ছা আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই মৎস্যটি আমাকে দগ্ধ করিয়া দাও।

পতিপ্রাণা চিন্তা, দগ্ধ মৎস্য অতি উপাদেয় ও পরম হিতকর খাদ্য, ইহা ভক্ষণে গ্রহরাজ শনি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েন এই বলিয়া মৎস্যটী মহারাজের হস্ত হইতে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন; এবং তাহা দগ্ধ করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলপতিত কতিপয় শুষ্ককাষ্ঠখণ্ড আনয়ন করিলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠে কাষ্ঠে বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া দিলেন। অনন্তর

মহারাণী প্রজ্জ্বলিত অনলে সেই মৎস্যটি নিক্ষেপ করিলেন। অল্পকাল পরেই তাহা সম্যক্ রূপে দগ্ধ হইয়া আসিল। তদনন্তর মহারাজ সেই দগ্ধ মৎস্য প্রক্ষালনার্থ মহিষীকে বাপীজলে প্রেরণ করিলেন। মহারাণী চিন্তা তাহা ধৌত করণার্থ ত্বরিতপদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নানারূপ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় !! যে মহারাজ শ্রীবৎস অমৃতময় উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণে ভোজনস্পৃহা নিবারণ করিতেন, আজি সেই রাজ-কুল-গৌরব সসাগরা ধরাধিপতি নিতান্ত দীন ও অনাথের ন্যায় দগ্ধ মৎস্য ভোজনে যার পর নাই লোলুপ। কালের গতি কি কুটিল ও বিচিত্র ! অথবা আমিই অতি হতভাগিনী, তজ্জন্যই মহারাজকে এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। যাহা হউক এখন বিলাপ করিলে আর কি হইবে। এই বলিয়া রাজ্ঞী দ্রুতপদে গমন করিয়া বাপীজলে মৎস্য প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির ! এমন সময়ে গ্রহরাজ শনির অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক মায়াপ্রভাবে সেই দগ্ধমৎস্য জীবিতের ন্যায় মহারাণীর হস্ত হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক জলাশয়ের অগাধ জলে পতিত ও নিমগ্ন হইল।

যেমন মুখাভ্যন্তর হইতে অর্দ্ধগ্রাসিত মণ্ডুকশিশু

সহসা দূরপ্রস্থিত হইলে ফণিনী ক্রুদ্ধা ও ক্ষুব্ধা হয়, তদ্রূপ উল্লিখিত অসম্ভাবিত ব্যাপার সন্দর্শনে মহারাণী বিষণ্ণা ও ব্যথিতা হইলেন; এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া কিছু ক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বাপীজলে দণ্ডায়মানা থাকিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিরে করাঘাত করিয়া হা হতোঽস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! এতদিনে কি তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল! এই কি তোমার অপার করুণা ও অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট নিদর্শন! তুমি ধন্য ও তোমার কার্য্যকলাপও ধন্য! যেমন পুরুষমধ্যে নারায়ণ, প্রকৃতিমধ্যে জগদ্ধাত্রী, স্রোতস্বতীমধ্যে ভাগীরথী, তীর্থমধ্যে বারাণসী, পশুমধ্যে সিংহ, গ্রহমধ্যে শনি ও সচ্ছন্দতা মধ্যে আত্মপ্রসাদ তেমনই নরেন্দ্রমধ্যে সসাগরাধরাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎসই প্রধান ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। কিন্তু তুমি সেই শান্তশীল মহারাজকে দগ্ধ মীনভোজনে লালায়িত করিয়াও পুনরায় নিষ্ঠুরতাচরণপূর্ব্বক তাঁহাকে তাহা ভক্ষণেও বঞ্চিত করিলে! তুমি এত পাষাণ ও নিষ্ঠুর না হইলে কি ভুবনমোহন পূর্ণচন্দ্র দুর্দ্দান্ত রাহুর করালকবলে পতিত হয়? হা তপনতনয় শনৈশ্চর! এই কি তোমার প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শনের উপ-

যুক্ত সময়? অথবা তোমাদিগকে অকারণে নিন্দা করিয়া কি নিমিত্ত আর পরিণাম-পথ ঘোরতর অধর্ম্ম ও আপদ্‌ময় করি? আমিই নিতান্ত পাপীয়সী ও হতভাগিনী; নচেৎ এরূপ কেন হইবে? হায় আমি এখন কি করি, কি বলিয়াই বা রিক্তহস্তে ক্ষুধার্ত্ত মহারাজের নিকট গমন করি, গমন করিয়াই বা কি বলিব! মহারাজই বা কি বলিবেন। দগ্ধমীন যে জলে লম্ফ-দান করে, একথাই বা কাহার বিশ্বাসযোগ্য! কস্মিন্‌কালেও ত এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অসম্ভব ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। যদি মহারাজ এ দাসীর প্রতি অণুমাত্রও সন্দেহ করেন তাহা হইলেই বা হতভাগিনীর কি হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহারাণী চিন্তার চিন্তানল দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে অতি কষ্টে উচ্ছ্বলিত চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া জীবনসহচর মহারাজ শ্রীবৎসের সমীপে গমন করিলেন; এবং তাঁহার পদ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে দগ্ধমীন-বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন।

মহারাজ মহিষীবাক্য শ্রবণ ও তাঁহাকে নিতান্ত রোরুদ্যমানা ও সঙ্কুচিতা নিরীক্ষণ করিয়া প্রণয়পূরিত মধুর বচনে কহিলেন—“অয়ি শোকাকুলে! তজ্জন্য তুমি অণুমাত্রও বিষাদিতা ও ভীতা হইও না।

আমারই দুরদৃষ্টবশতঃ গ্রহরাজ শনি অলৌকিক কুহকজাল বিস্তার করিয়া এই অননুভবনীয় অপূর্ব্ব কাণ্ড সংঘটন করিয়াছেন। আমিই অতি হত-ভাগ্য ও অপরিণামদর্শী। আমি যেরূপ কর্ম্ম করি-য়াছি তাহার ফল আমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তজ্জন্য তুমি কি নিমিত্ত চিন্তিতা ও বিষাদিতা হইতেছ? এই বলিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ গাঢ় আলিঙ্গন দানে চিন্তিতা চিন্তার হৃদয়চিন্তা দূরীভূত করিয়া দিলেন।

এদিকে মিহিরনন্দন শনৈশ্চর অন্তরীক্ষ হইতে রাজা ও রাণীর এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে ও তাঁহা-দের দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা দর্শনে নিরতিশয় ক্রোধান্বিত ও ঈর্ষান্বিত হইলেন; এবং ঘূর্ণিত লোচনে গর্ব্বিত ভর্ৎসনে বলিতে লাগিলেন, "হে অজ্ঞানান্ধ রাজকুল-পাংশুল শ্রীবৎস! তুমি আমাকে অনাদর ও অবজ্ঞা কর। আমি তোমাকে সদ্বিদ্যা-শালী বিচক্ষণ ভূপতি বোধে তোমার নিকট গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সদ্গুণ সমস্ত পরি-ত্যাগ করিয়া চতুরতা পূর্ব্বক চঞ্চলাকমলার গৌরব বৃদ্ধি করিলে। এখন তোমার সেই চতুরতা কোথায়? ও তোমার সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী সেই চপলা কমলাই বা কোথায়? পামর! কাল প্রাপ্ত হইলে যেমন

সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও মূঢ় নর ভুজঙ্গবিবরে হস্তার্পণ করে ও গহ্বরস্থিত কাল ফণী কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ তুমিও রাজমদে উন্মত্ত হইয়া ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও তপন-তনয় শনির কোপানলে পতিত হইয়াছ! কি দেব, কি দৈত্য, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি নাগ, কি নর এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সকলেই আমাকে ভয় ও পূজা করিয়া থাকে, কেবল তুমিই ক্ষুদ্রতর জ্ঞান কর। শোন্ নরাধম! আমারই মায়াপ্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তিরূপিণী সতী দক্ষালয়ে দেব-দেব মহাদেবের নিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং আমারই মায়াপ্রভাবে ভগবান বিরিঞ্চিনন্দন প্রজাপতি দক্ষরাজ অপূর্ব্ব ছাগবদন ধারণ করিয়াছিলেন। আমারই কোপ-দৃষ্টিতে ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর-নন্দন গণদেব গজমুণ্ড ধারণ করিয়াছেন; আবার আমার কারণেই সর্ব্বদেবের অগ্র পূজ্য হইয়াছেন। আমারই ক্রোধে ত্রিদশাধিপতি পুরন্দর ত্রৈলোক্য-শ্রীভ্রষ্ট ও দুর্জ্জয় দানব কর্ত্তৃক কতবার স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন! আমারই কোপানলে পতিত হইয়া ভুবন-রঞ্জন শশাঙ্ক আজিও অনিবার্য্য ক্ষয়কারী যক্ষ্মা রোগে অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিতেছেন! আমারই কোপ দৃষ্টিতে নিপতিতা হইয়া ত্রৈলোক্যতারিণী জাহ্নবীকে

সুরলোক পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে শান্তশীল শান্তনু রাজার সহধর্ম্মিণীরূপে দীর্ঘকাল যাপন করিতে হইয়াছিল। আমারই মায়াপ্রভাবে দুরন্ত দৈত্য-কুলপতি পরাক্রমশালী বলি রসাতলবাসী হইয়াছিল। অধিক কি, পূর্ণ ব্রহ্মাবতার ভগবান রামচন্দ্র-নরেন্দ্রকেশরী দশরথ নৃমণি কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, কিন্তু আমিই মন্ত্রণাজাল বিস্তার করিয়া নবদূর্ব্বাদলশ্যাম লোকাভিরাম রামকে সস্ত্রীক বন-বাসে প্রেরণ করি ও যেমন স্বয়ংলক্ষ্মী জনকাত্মজা জানকীকে তাঁহার নিকট হইতে অপহরণ পূর্ব্বক অশোককাননে নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলাম, সেইরূপ এই পূর্ণেন্দুমুখী চিন্তাবতীকে তোমার নিকট হইতে দূরাপসারিত করিয়া আমার হৃদয়-প্রজ্জ্বলিত দুর্নিবার দুঃখানল নির্ব্বাপিত করিব। তাহা হইলেই তোমারও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখন আমাকে সুন্দররূপে চিনিতে পারিবে। বর্ব্বর! এখন তোমার সেই সর্ব্ববিপদ্বিনাশিনী চতুরা কমলা কোথায়? এই বলিয়া গ্রহরাজ বিরত হইলেন।

মুগ্ধস্বভাবা চিন্তা, তপনতনয়ের ঈদৃশ মর্ম্ম-বিদারক কঠোর বাক্যশ্রবণে বাস্তবিকই আপনাকে মহারাজ শ্রীবৎসবিরহিতা জ্ঞানে শোকে ও মোহে এতদূর অভিভূতা হইলেন যে, কোনরূপেই ধৈর্য্যা-

বলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যুত অনিবার্য্য অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে কম্পান্বিতকলেবরে ধরণীতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধারণ ও উত্তোলন পূর্ব্বক তদীয় নিমীলিত ইন্দীবরসদৃশ নয়নযুগলে আপন বদনশশধর সংযোজিত করিয়া রাজ্ঞীর মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন; এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ার হৃদয় কি কোমল ও মোহময়! গ্রহরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়াই বাস্তবিক আপনাকে আমার সহবাসসুখে বঞ্চিতা ভাবিয়া শোকে ও মোহে এতাদৃশ কাতর হইয়াছেন। ইহা কি আমার ভবিষ্যৎ অমঙ্গলসূচক! না, না, তাহা নহে, ইহা আমার অবিমৃষ্যকারিতা ও দুরদৃষ্টবৃক্ষের বিষময় ফল। তাহা না হইলে অমরগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিবেন? যাহা হউক এক্ষণে আর গতানুশোচনারূপ দুর্নিবার অন্তর্দাহে বিশুষ্ক জীবন-তরুকে কি নিমিত্ত দগ্ধ করিয়া অধর্ম্মরূপ বিভূতি বিস্তার পূর্ব্বক ধরণীমণ্ডল কলঙ্কিত ও অপবিত্র করি! কর্ম্মার্জ্জিত ফল অবশ্য, ভোগ করিতেই হইবে। এই বলিয়া মহারাজ বিলাপে ক্ষান্ত হইয়া ভগবতী কমলার বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক একমনে ঈশ্বরোপরি আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণয়িনী

চিন্তাসহ চিত্রধ্বজ বনে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনন্তর মধুসূদন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহারাজ শ্রীবৎসের দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান হেতু নিকটে পূর্ব্বমত ফল পুষ্পাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ অরণ্যচরগণের ভীষণ আকার দর্শনে ও ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণে মহারাণী অনুক্ষণই উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। তজ্জন্য মহারাজ বনবাস পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ করিলেন। অনন্তর সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে কতিপয় দিবস মধ্যে বহুজনাকীর্ণ এক জনপদ দৃষ্টি করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ, মাতঙ্গ যেমন মৃণাল লোভে সানন্দে জলাশয়াভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ মহিষীসহ প্রফুল্ল মনে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ মনে মনে স্থির করিলেন যে, সম্প্রতি গ্রহবৈগুণ্যে আমি যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি তাহাতে নগরাভ্যন্তরে অবস্থিতি করা আমার কদাচই পরামর্শসিদ্ধ ও শ্রেয়োজনক নহে; প্রত্যুত বিশেষ অসুবিধাকর। যদি কোনও ধন-

গর্ব্বিত হিতাহিত বিবেচনাহীন মূঢ় ব্যক্তি আমাকে নিতান্ত নিঃস্ব দেখিয়া নীচাশয় জ্ঞান ও ঘৃণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর ক্লেশকর হইবে! অপিচ ধনমদোন্মত্তবান্ধবগণের শরণাগত হওয়া অপেক্ষা তরুমূলে অনশন বাসও সহস্র গুণে সুখকর। অতএব নির্ধন অমায়িক লোকের সংসর্গই আমার সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। মনে মনে এই স্থিরনিশ্চয় করিয়া মহারাজ মহিষী সহ নগরোত্তর ভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহারাজ দেখিতে পাইলেন যে, নগরের এক প্রান্তভাগে অসংখ্য কাঠুরিয়া-আশ্রম শোভা পাইতেছে। চিরপ্রবাসী ব্যক্তি বহুকাল পরে আপন প্রিয়তম আবাস-বাটী নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, মহারাজ ঐ সকল কাঠুরিয়াআশ্রম দৃষ্টে তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন; এবং তথায় বাস করাই উপযুক্ত বোধ করিয়া দ্রুতপদে তদভিমুখে গমন করিতে করিতে মহিষী সহ কাঠুরিয়া গণের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

কাঠুরিয়াগণ, পাংশু-প্রচ্ছাদিত অনল সদৃশ, মহারাজের অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শনে ও সুধাংশুবদনা চিন্তাকে শাপভ্রষ্টা অপ্সরা জ্ঞানে ভক্তিভাবে উভয়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

যেমন পাশবদ্ধমৃগেন্দ্র আত্মরক্ষার্থ ক্ষুদ্রতম মূষিকেরও সাহায্য প্রার্থনা করে, তদ্রূপ মহারাজ গ্রহবিগুণতা হেতু কাঠুরিয়াগণসন্নিধানে আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, দৈববিড়ম্বনায় আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, এক্ষণে নিতান্ত নিরন্ন হইয়া সস্ত্রীক তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি। তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের বাসোপযুক্ত একটী স্থান প্রদান করিয়া চিরবাধিত কর।

মহারাজের বাক্যাবসান না হইতে হইতেই কাঠুরিয়াগণ এক বাক্যে সরলান্তঃকরণে কহিল, মহাশয়! তুমি সুস্থ শরীরে নির্ভয়ে আমাদের নিকট অবস্থান কর। কেহই তোমার একটী কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমরা প্রাণপণে তোমার সাহায্য করিব। করুণাময় ঈশ্বরের প্রসাদে দুঃখ কাহাকে বলে তাহা আমরা জানিনা। আমরা প্রতিদিন বনমধ্যে কাষ্ঠ কর্ত্তন করি ও তদ্‌বিক্রয়লব্ধঅর্থ দ্বারা সচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকি। তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকিয়া ঐরূপ কাষ্ঠ কর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে তোমার কোনও কষ্টই থাকিবে না। এই বলিয়া উদারচেতা কাঠুরিয়াগণ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও প্রশস্ত একটী কুটীর মহারাজের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল।

মহারাজ ও মহিষী কাঠুরিয়াগণের আতিথেয়তা, উদারতা ও বাক্যনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাহাদের দত্ত নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা ও আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিত নানারূপ আন্দোলন করিতে করিতে সে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাত কালে তাঁহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাভাতিক উপাসনাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। কাঠুরিয়াগণও অরুণোদয়ে প্রফুল্ল মনে কুটীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্কন্ধদেশে কুঠার ধারণ করিয়া বন গমনার্থ মহারাজের সমীপে আগমন করিল; এবং আপনাদের উদ্বৃত্ত একখান কুঠার মহারাজের হস্তে অর্পণ করিয়া বনাভিমুখে ধাবিত হইল। ভূপতিও প্রাণাধিকা চিন্তার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উল্লিখিত কুঠারখানি স্কন্ধে লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন ক্ষত্রকুলান্তকারী দুর্দ্ধর্ষ পরশুধারী ভগবান পরশুরাম অরাতিগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছেন!

অনন্তর অল্পকাল মধ্যেই কাঠুরিয়াগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল; এবং স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ কাষ্ঠ কর্ত্তন করিতে লাগিল। মহারাজ অপেক্ষাকৃত

অধিক মূল্য লাভের নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক এক সারবান চন্দনতরু মনোনীত করিলেন; এবং তাহা কর্ত্তন করিবার নিমিত্ত তাহার মূলদেশে পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। আহা! মহারাজের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তঃকরণ বিস্ময়-রসে আপ্লুত ও পরমেশ-প্রেমে অভিষিক্ত না হয়!

অল্পকাল মধ্যেই কাষ্ঠকর্ত্তন শেষ হইলে কাঠুরিয়াগণ আপন আপন কাষ্ঠভার দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া বিক্রয়ার্থ নগরাভ্যন্তরে আগমন করিল; এবং তাহা বিক্রয় করিয়া অভিলষিত খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিল। মহারাজও আপন চন্দনতরুভার এক বণিককে বিক্রয় করিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারে আশ্রমে উপনীত হইলেন। তৎপরে আনীত দ্রব্য সমস্ত মহিষী-করে অর্পণ করিয়া উপযুক্তরূপ অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং কাঠুরিয়া বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী চিন্তা মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কাঠুরিয়া বন্ধুগণকে আহ্বান করিতে বলিলেন। তদনুসারে মহারাজ সত্বর তাহাদের নিকট গমন করিলেন। কাঠুরিয়াগণ

মহারাজের গমন মাত্রই অত্যাহ্লাদিত হইয়া তাঁহার আশ্রমে আগমন করিল এবং যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে ভোজনার্থ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট হইল।

মহারাণী চিন্তা ভূপতি-হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন এবং মহারাজ স্বয়ং যত্নপূর্ব্বক সকলকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। যে যাহা খাইতে ইচ্ছা করিল, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিলেন। কাঠুরিয়াগণ এরূপ উপাদেয় অন্নব্যঞ্জনাদি কখন চক্ষুতে দর্শনও করে নাই, সুতরাং পরমানন্দিত মনে ইচ্ছামত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিল; এবং চিন্তাদেবীকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী জ্ঞান করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিগমন করিল।

তদনন্তর মহারাজ প্রফুল্ল মনে আহার সমাপনান্তে রাজ্ঞীকে ভোজনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। পতিপ্রাণা চিন্তা পতি-প্রসাদগ্রহণে ক্ষুধাশান্তি ও মহারাজের চিত্তের উল্লাস বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উত্তরোত্তর কাঠুরিয়া বন্ধুগণের আন্তরিক অধিকতর অনুরাগ ও ভক্তিভাজন হইয়া উঠিলেন; এমন কি, তাহাদের সৌজন্যে কঠোর বনবাস-ক্লেশও

একেবারে বিস্মৃত হইয়া নিরুদ্বেগে তথায় বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অতঃপর মহারাজ গ্রহরাজকর্ত্তৃক পুনরাক্রান্ত হইয়া যেরূপ অপরিসীম যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর।

কাঠুরিয়াগণের বাসস্থানের অতি নিকটেই একটী বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। নানাদেশীয় বণিকগণ বহুকালাবধি তাহার উপর দিয়া আঁপনাদের বাণিজ্যতরি লইয়া সচ্ছন্দে গমনাগমন করিত। কস্মিন্ কালেও কাহারও কোন বিঘ্ন সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি একজন সওদাগর বাণিজ্য-দ্রব্য-পরিপূরিত কয়েক খান তরি লইয়া ঐ নদী দিয়া গমন করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে তাহার তরণী সকল কাঠুরিয়াঘাটের সমীপবর্ত্তী হইল। কিন্তু গ্রহাধিপতি শনির আশ্চর্য্য মায়াপ্রভাবে উল্লিখিত তরণী সকল নদী গর্ভস্থ মগ্নদ্বীপে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহবৎ এরূপ দৃঢ়তর সংলগ্ন হইয়া গেল যে, কোন মতেই পশ্চাতে বা অগ্রে একপদও গমন করিতে পারিল না।

বণিক্‌তনয় এই আকস্মিক দৈব-দুর্ব্বিপাক দর্শনে একেবারে হতবুদ্ধি ও অবাক্ হইয়া গেল ; এবং তরণী উদ্ধারার্থ বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যষ্টিবিহীন অন্ধের ন্যায় বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিল।

এদিকে গ্রহরাজ শনৈশ্চর সওদাগরতনয়কে নিতান্ত শোকাকুল নিরীক্ষণ করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ যত্নবান হইলেন ; এবং কক্ষতলে কুষ্ঠী ও পঞ্জিকা লইয়া অপূর্ব্ব সর্ব্বজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে নদীকূলে আগমন করিলেন ও সাধুসুতের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সওদাগরসুত ছদ্মবেশী শনৈশ্চরের পরম রমণীয় দিব্য দৈবজ্ঞ-মূর্ত্তি সন্দর্শন ও তাঁহার মুখবিনিঃসৃত আনন্দময় আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল ; এবং মনে মনে স্থির করিল, আমাকে নিতান্ত বিপন্ন ও নিরুপায় দর্শন করিয়া বুঝি অত্রত্য গ্রাম্য-দেবতা আমার পরিত্রাণের জন্য অনুকম্পাপুরঃসর সর্ব্বজ্ঞ বেশে নদীকূলে আগমন করিয়াছেন। এই স্থির করিয়া বণিকৃতনয় তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে আত্মদুঃখ নিবেদন করিল।

প্রচ্ছন্নরূপী গ্রহরাজ ভয় নাই বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং চতুরতা সহকারে কাঠুরিয়াঘাটে তাহার প্রথম উপস্থিতির সময়াদি সুন্দর রূপে জিজ্ঞাসা করণানন্তর কক্ষতল হইতে পঞ্জিকাদি বহিষ্করণ করিয়া অধোমুখে অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে হাস্যবদনে সাধুপুত্রকে বলিতে লাগিলেন; কি জন্য তুমি এই বিষম বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, যৎকালে তুমি তরণীসকল সজ্জীভূত করিয়া বাণিজ্য করণার্থ বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলে, তোমার সহধর্ম্মিণী তৎকালে তোমার মঙ্গল কামনায় সর্ব্ব বিপদ্বিনাশক নবগ্রহের পূজা আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তুমি আরব্ধ পূজার পরিসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উপেক্ষাকরতঃ বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলে। কেবল তজ্জন্যই তোমাকে দুর্নিব্বার গ্রহদুর্ব্বিপাক-নিবন্ধন এতাদৃশ ঘোরতর বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে। যাহাহউক তোমার কোন চিন্তা নাই। আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভার্থ আমি যাহা বলি, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। নচেৎ পরিত্রাণলাভের উপায়ান্তর নাই।

এই বলিয়া চতুর-চূড়ামণি গ্রহাধিপতি শনৈশ্চর সাধুসুতকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতে লাগি-

লেন, ঐ তোমার সম্মুখস্থ নদীকূলে যে অসংখ্য কাঠুরিয়া-আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে চিন্তা নাম্নী এক পতিব্রতা সাধ্বী রমণী আছেন, যদি তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়া তোমার তরণী সকল স্পর্শ করেন, তাহা হইলেই তুমি আসন্ন বিপদ হইতে সর্ব্বথা মুক্তিলাভ করিবে। তদ্ভিন্ন তোমার বিপদুদ্ধারের অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সেই বরবর্ণিনীকে এই স্থানে আনয়নার্থ উদ্‌যোগী ও যত্নবান হও। এই বলিয়া গ্রহরাজ সাধুসুতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কতিপয় পদ গমন করিয়াই অদৃশ্য হইলেন। যেমন অপহৃত ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে আত্মবঞ্চক কৃপণের আনন্দের সীমা থাকে না, তদ্রূপ সওদাগর-পুত্র পূজ্যবর গ্রহাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়াই এতদূর আনন্দিত হইল যে, তদুল্লিখিত পতিব্রতার নামটী বিস্মৃত হইয়া গেল। তখন বিবেচনাপূর্ব্বক যাবতীয় কাঠরিয়ারমণীগণকে নদীকূলে আনয়নার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল ও সকলকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে কিঙ্করগণকে নগরাভ্যন্তরে প্রেরণ করিল।

প্রভুপরায়ণ কিঙ্করগণ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সত্বর নগর মধ্যে গমন করিল ও

সমস্ত কাঠুরিয়ারমণীগণকে প্রভুর আসন্ন বিপদ্‌-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া তরঙ্গিণীতীরে গমনার্থ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল।

কাঠুরিয়া-রমণীগণ স্বভাবতঃই সরল ও উদার-প্রকৃতি। বিশেষতঃ সাধুসুত কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইবার লোভে প্রফুল্লান্তঃকরণে সকলেই কিঙ্করগণসহ নদী-তীরে আগমন করিল। বণিকপুত্র তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বিধিমত শ্রদ্ধা ও সম্মানপুরঃসর সমাগত তরুণীগণকে একে একে আপন বিপন্ন তরণী স্পর্শ করিতে বলিল। তাহারাও সাধুপুত্রের বচনানুসারে একে একে তরণীস্পর্শ করিল, কিন্তু যেমন দীপ্তিমতী অগণিতা তারকাশ্রেণী সমুজ্জ্বল পূর্ণশশধরসদৃশ সুধাময় কিরণ বিকিরণে জগৎ-প্রাণ আনন্দময় করিতে পারে না, তদ্রূপ সমবেত কাঠুরিয়া-রমণীগণ বিপদুদ্ধার করিয়া সাধুসুতের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিল না। তরণী কোনও মতেই এক পদও সঞ্চালিত হইল না। সুতরাং তৎকালে কাঠুরিয়া রমণীগণ যারপর নাই অপমানিতা ও লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যা-বর্ত্তন করিল।

তৃষ্ণাতুর বিপন্ন পথিক জলাশয়ভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকায় পতিত হইয়া যেরূপ ক্লেশ অনুভব করে, তরণী-

উদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইয়া সাধুসুতও তদ্রূপ ব্যথিত হইল এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে সর্ব্বজ্ঞবাক্য সত্য ও নিঃসংশয়িত ভাবিয়া কিঙ্করগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, তোমরা পুনরায় নগরমধ্যে গমন করিয়া বিশেষ রূপে অনুসন্ধান কর যে, নগরবাসিনী সমস্ত কাঠুরিয়া-রমণী আমার নিকট আগমন করিয়াছে কি না?

অনুচরগণ প্রভুর আদেশপ্রাপ্তি মাত্রেই সত্বর নগর মধ্যে গমন করিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইল যে, কেবল চিন্তা নাম্নী এক রমণীভিন্ন আর সকলেই তাহার তরণী স্পর্শ করিয়াছে। তখন তাহারা দ্রুতপদে চিন্তা-মন্দিরে গমন করিয়া যথাবিহিত ভক্তি ও সমাদরপুরঃসর প্রভুর আসন্ন বিপদ ও গণকবার্ত্তা তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল এবং নদীতীরে গমনার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু পতিব্রতা চিন্তা মহারাজের অনুপস্থিতি হেতু তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সর্ব্বতোভাবে অপারগ হইলেন। কিঙ্করগণ অগত্যাই ভগ্নমনোরথ হইয়া বিষণ্ণবদনে প্রভুসন্নিধানে চিন্তাবৃত্তান্ত বর্ণন করিল।

সাধুসুত অনুচরপ্রমুখাৎ চিন্তাবৃত্তান্ত অবগত

হইয়া পরম আহ্লাদিত চিত্তে কিঙ্করগণসহ চিন্তা-দেবী সমীপে উপনীত হইল। সে তাঁহার অলোক-সামান্য রূপলাবণ্য ও শরদিন্দুবিনিন্দিত সুচারু-বদনশোভা সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া মনে মনে স্থির করিল, এই সর্ব্বলোক-ললামভূতা ললনা কখনই সামান্য কাঠুরিয়াপত্নী নহেন। অবশ্যই কোন অপ্রতিবিধেয় কারণবশতঃই দীনভাবাপন্না হইয়া এইরূপ কদর্য্য স্থানে বাস করিতেছেন। ইনিই যে, পূজনীয় গণক বর্ণিতা সেই পতিব্রতা ও ইঁহারই স্পর্শে যে, আমার তরণী সর্ব্বথা নিরাপদ হইবে, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই।

বণিকতনয় মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, বিনয় ও ভক্তিসহকারে চিন্তাদেবীকে বলিতে লাগিল, জননি! মণি যেমন তিমিরাবৃত খনি অথবা সুগভীর অম্বুধিগর্ভে অবস্থিত হইলেও স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও উৎকৃষ্টতা বিহীন হয় না, অনল যেমন অপকৃষ্ট বস্তু স্পর্শ করিয়াও অপবিত্র হয় না ও প্রকৃত সাধু ব্যক্তি যেমন নিরন্তর অসৎসংসর্গে অবস্থিত হইয়াও স্বীয় অন্তরস্থ নির্ম্মলপবিত্রতা-পরিভ্রষ্ট হন না, তদ্রূপ এই কদর্য্যবাসও আপনার অলৌকিক রূপগুণের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য করিতে পারে নাই। ফলতঃ আপনার নির্ম্মল অঙ্গলাবণ্য সন্দর্শনে সুকো-

মল কমলও শোভাহীন বলিয়া বোধ হয়। মাতঃ! এ হতভাগ্যের বিপদ্-বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বেইত অবগত হইয়াছেন, এক্ষণে অনুকম্পাপুরঃসর তটিনীতটে গমন করিয়া হতভাগ্যের প্রায়োন্মূলিত বিশুষ্ক জীবনতরুকে তরণী-উদ্ধারজনিত নির্ম্মল আনন্দবারি প্রদানে পুনর্জ্জীবিত করুন। মাতঃ! আপনাকেও কি বলিতে হইবে যে, পরোপকাররূপ পবিত্র ব্রত আচরণই মানব জীবনের সার কর্ম্ম ও প্রধান উদ্দেশ্য। কত কত মহানুভব ব্যক্তিগণ এই পবিত্র পরহিত ব্রতে ব্রতী হইয়া ধন, দারা,এমন কি প্রিয়তম প্রাণও বিসর্জ্জন করিয়াছেন; এবং অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া করুণাময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে অনন্ত সুখে সুখী হইয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না। অনুকম্পা পুরঃসর আমার সমভিব্যাহারে সরিত্তীরে গমন ও তরণী উদ্ধার করিয়া এ দাসকে চরিতার্থ করুন। এই বলিয়া সওদাগর পুত্র রোদন করিতে লাগিল।

জীবনাধিক প্রিয়তম পুত্রের বদনমণ্ডল ম্লান ও বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপা স্নেহময়ী জননীর অন্তঃকরণে যেমন স্বভাবতঃই স্নেহসঞ্চারিত হয়, বণিক্পুত্রের অশ্রুময় নয়নদর্শন ও কাতর বচন শ্রবণ করিয়া মহারাণী চিন্তাও তদ্রূপ

করুণারসাভিষিক্তা হইলেন। কিন্তু মহারাজের অবিদ্য-মানতারূপ প্রবলবাত্যা তাঁহার অন্তরোত্থিত করুণা-প্রবাহ বিলক্ষণ রূপে আন্দোলিত ও বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমানা হইতে লাগি-লেন। একবার ভাবিলেন, পরোপকার রূপ পবিত্র ব্রত আচরণই মানব জীবনের একমাত্র সার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ইহাই করুণাময় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা। সুতরাং তদন্যথায় নিঃসন্দেহই প্রত্যবায়গ্রস্ত ও পরি-ণামে ঘোর নিরয়গামী হইতে হয়। বিশেষতঃ বিপ-ন্নের বিপদুদ্ধার তুল্য পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম ধরণীমণ্ডলে আর কি আছে? আবার ভাবিলেন, সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক একমাত্র বন্ধু পূজ্যতম ভর্ত্তার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন তুল্যই বা গুরুতর মহাপাতক রমণীর পক্ষে আর কি হইতে পারে। আমি এখন কি করি, হা বিধাতঃ! তুমি এ দাসীকে এরূপ উভয় সঙ্কটে কেন পাতিত করিলে? যদি সাধুসুতের সকরুণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করি, হয়ত মহারাজই তজ্জন্য আমাকে নিতান্ত অনার্য্যা বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন। আর যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এই সাধুসুত বাস্তবিকই সাধুসুত ও বিপন্ন; অতএব ইহার সহিত গমন করিতে আমার কি শঙ্কা আছে? পুণ্যময় সদনুষ্ঠান করিয়াই

বা কে কোন্ কালে বিপদাপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু যে জীবনে পরোপকার সাধিত হয় না, সে জীবন জীবনই নহে। সামান্য পশু জীবনও তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর। অতএব সাধ্যানুসারে ইহাকে রক্ষা করাই উচিত ও ন্যায়ানুগত। যদি মহারাজ ইহার জন্য দুর্ব্বিনীতা বলিয়া দাসীর উপর বিরক্ত হয়েন তবে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার যুগলচরণে পতিত হইয়া সর্ব্ব দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া মহারাণী গ্রহাধিপতি শনির মায়াপ্রভাবে, তৎকালে ভূপতির আগমন প্রতীক্ষা অনাবশ্যক বোধ করিলেন; এবং ত্রৈলোক্যতারিণী জাহ্নবী যেমন রবিকুলকীর্ত্তি ভগীরথের পিতৃকুল উদ্ধারার্থ তৎপশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সাধুসুতের তরণী উদ্ধারার্থ তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাঁহার দক্ষিণ নয়ন অনবরতই স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ অধ্যবসায়শীল অন্তঃকরণ নিম্নাভিমুখ প্রবল পয়ঃপ্রবাহবৎ সর্ব্ব বাধাই অতিক্রম করে। তন্নিবন্ধন রাজ্ঞী ক্ষণকাল মধ্যেই বণিকপুত্র সহ নদী তীরে উপনীতা হইলেন।

অনন্তর বণিকতনয় চিন্তাদেবীকে আপন বিপন্ন তরি দেখাইয়া দিল। মহারাণী তরণী সন্নিকটে গমন

করিয়া করুণাময় ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিলেন। এবং সপ্তবার তাহার সমন্তাৎ প্রদক্ষিণ করিয়া মনে মনে ভক্তিভাবে মহারাজ শ্রীবৎসের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে তরণী স্পর্শ করিলেন। যেমন রবিকুল-রবি রামচন্দ্রের শ্রীচরণ স্পর্শে পাষাণময়ী গৌতমপত্নী অহল্যা বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পতি-প্রাণা চিন্তাদেবীর অঙ্গুলীস্পর্শে সাধুসুতের তরণীও গমনশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বেগগামী উল্কাবৎ অবাধে স্রোতোভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তি নয়ন ও মূক ব্যক্তি কথনশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সাধুসুত তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইল; এবং ভক্তি ভাবে মহারাণী চিন্তাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহারাণীও পরমাহ্লাদিতা হইয়া মনে মনে শিবদাতা ধাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সত্যব্রত যুধিষ্ঠির! গ্রহ প্রতিকূলতাচরণ করিলে নিতান্ত সুখ-কর ও কল্যাণময় বিষয় সকলও অপরিসীম দুঃখ ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। অতঃপর গ্রহরাজ যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর।

সওদাগর পুত্র এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি

লাভ করিল। কিন্তু চিন্তাদেবীর এতাদৃশ অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে আপন স্বভাবসিদ্ধ নীচাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল যে, আপাততঃ আমি এই বিষম সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিলাম সত্য, কিন্তু যদি দৈবাৎ পথিমধ্যে পুনরায় আমাকে ঐরূপ বিপদাপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে আমার কি হইবে? এই লক্ষ্মীরূপিণী বরবর্ণিনীকে তৎকালে আমি কিরূপে পাইব? অতএব ইঁহাকে সঙ্গে লওয়াই উচিত।

এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সেই অকৃতজ্ঞ বণিক্‌পুত্র তৎক্ষণাৎ তরণী হইতে তীরে অবতীর্ণ হইল এবং দ্রুতপদে গমন করিয়া, দুরাত্মা দশানন যেমন বনমধ্যে অসহায়া সীতাদেবীকে আপন রথোপরি বন্ধন করিয়া লইয়া লঙ্কাধামে গমন করিয়াছিল, সেইরূপ পথিমধ্যে কান্তবিরহিতা চিন্তাকে বলপূর্ব্বক ধারণ ও আপন তরণীতে বন্ধন করিয়া অবিলম্বেই কাঠুরিয়া ঘাট হইতে নৌকা লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

যূথবিয়োগবিধুরা ক্ষীণপ্রাণা কুররী যেমন সহসা দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূলাক্রমণে মর্ম্মপীড়িতা হয়, মহারাণীও সাধুসুতের ঈদৃশ বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতা দর্শনে তদ্রূপ মর্ম্মাহতা ও ম্রিয়মাণা হইলেন। ফলতঃ তৎকালে যে কি বিষম দুঃখে ও শোকে তাঁহার

হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি আপনাকে নিতান্ত অসহায়া ও বিপন্না দেখিয়া নানাবিধ আক্ষেপ ও বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? হা গ্রহরাজ! এতদিনে কি তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল! হা মহারাজ শ্রীবৎস! তুমি কোথায়? হায়! কেন আমি বিষপূরিত পয়ঃকুম্ভ সদৃশ এই নরাধম বণিক্‌পুত্রকে সাধু জ্ঞান করিয়াছিলাম, কেনই আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আশ্রম হইতে বহির্ভূত হইয়াছিলাম, কেনই আমি নিতান্ত অজ্ঞানের মত তাহার সহিত নদীকূলে আগমন করিয়াছিলাম, কেনই আমি মহারাজ শ্রীবৎসের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলাম, কেনই আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা না করিয়াছিলাম? এই জন্যই কি আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইয়াছিল! আমি অতি হতভাগিনী ও পাপীয়সী! অবশ্যই জন্মান্তরে কোন পতিপ্রাণা কুলকামিনীকে স্বামীসহবাসসুখে বঞ্চিতা করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই বিধাতা এজন্মে আমাকে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলেন! নচেৎ এরূপ কেন হইবে। হা মহারাজ শ্রীবৎস! তুমি যে এ হতভাগিনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিয়া থাক; তবে আজি কি নিমিত্ত এ বিপত্তি কালে দাসীর

উদ্ধারার্থ শৈথিল্য করিতেছ? হতভাগিনী যে জন্মাবচ্ছিন্নে তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানেনা; তবে আজি কি নিমিত্ত দাসীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতেছ? একবার আসিয়া দেখ তোমার চিরদাসীর কি দুর্গতি হইতেছে। তুমি কি কিছুই বুঝিতে পার নাই যে, পাপীয়সী চিন্তা পরিণামে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে, ও তোমার সর্ব্ব শরীর আশীবিষবিষবৎ জর্জ্জরীভূত করিয়া তোমাকে চিরজীবন দগ্ধকরিবে। এই নিমিত্তই কি এই কালভুজঙ্গীকে এত যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলে? যখন তুমি বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া শূন্যকুটীর দর্শন করিবে ও যখন শুনিবে দুরাত্মা বণিক্‌পুত্র কর্ত্তৃক তোমার চিন্তা অপহৃতা হইয়াছে, তখন তোমার কি হইবে! কি বলিয়াই বা মনকে প্রবোধ দিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহারাণী চিন্তা উত্তরোত্তর চিন্তানলে সমধিক দগ্ধ হইয়া অবিরলবেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে আত্মরক্ষার্থ নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া চরাচরব্যাপী ভগবান ভাস্কর দেবের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান ভাস্কর দেব, পুত্রের অসদাচরণ হেতু তাঁহার এতাদৃশী দুর্গতি নিরীক্ষণে করুণা পরবশ হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। তখন

মহারাণী আপন বরবপু তাঁহাকে অর্পণ পুরঃসর তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে জরায়ুত গলিত ধবল অঙ্গ গ্রহণ করিয়া দুরাচার বণিক্‌পুত্রের অত্যাচার হইতে কথঞ্চিৎ নিরাপদ হইলেন। অনন্তর কুলীরক যেমন কৌতুকপ্রিয় অবোধবালকের দৃঢ়-রজ্জু পাশে আকৃষ্ট হইয়া তাহার ইচ্ছামত পথে গমন করে, তিনিও তদ্রূপ সেই কৃতঘ্ন বণিক্-পুত্রের ইচ্ছানুসারে তরণী সংযোগে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে মহারাজ শ্রীবৎস যথাকালে বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া শূন্য আশ্রম দর্শনে অকস্মাৎ শনিবাক্য স্মরণ হওয়াতে চমকিয়া উঠিলেন; এবং হৃদয় শূন্য ও জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন। তখন মুহুর্মুহুঃ চিন্তা চিন্তা বলিয়া আহ্বান করিতে লাগি-লেন, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া উত্তরোত্তর চিন্তার চিন্তায় মহাচিন্তিত হইয়া মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। আজি বুঝি হতভাগ্য শ্রীবৎসের প্রাণপ্রতিমা অনন্ত বিষাদ সমুদ্রে চির-বিসর্জ্জিত হইয়াছে, নচেৎ কি নিমিত্ত আমার

মস্তিষ্ক জ্ঞানশূন্য ও অন্তঃকরণ ধৈর্য্যবিহীন দেখিতেছি; কি জন্যই বা আজ হৃৎপিণ্ডের নিশ্চলতা দর্শন করিতেছি! হয়ত কোনও হিংস্রক জন্তু বনবাস পরিত্যাগ অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া অসহায়া প্রিয়াকে উদরসাৎ করিয়াছে, নচেৎ অবনীমণ্ডলে এমন নরাধম ও নৃশংস কে আছে, যে হতভাগ্য শ্রীবৎসের জীর্ণজীবন তরুর একমাত্র অবলম্বন সেই সুধাময়ী কল্পলতিকাকে সমূলোৎপাটিত করিবে ও এ হতভাগ্যকে জন্মের মত সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত করিবে। অথবা অকারণে কেন আমি এরূপ সন্দেহ করিয়া আত্মাকে দুঃখিত ও হৃদয় কলুষিত করিতেছি। বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে পতিব্রতার জীবনরত্ন কি ঐরূপ অনাদৃত ও নৃংশসরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? কখনই না। আমার নিশ্চয় বোধ হয়, গ্রহরাজ শনি কর্ত্তৃক কোন অভাবনীয় অনন্ত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে।

অনন্তর যখন কাঠুরিয়াপত্নীগণপ্রমুখাৎ দুরাত্মা বণিকৃপুত্র কর্ত্তৃক চিন্তাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, বলা বাহুল্য যে ভগবান রামচন্দ্র, পক্ষীন্দ্র জটায়ুমুখে সীতাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যেরূপ হতাশ্বাস ও ছিন্নমূল তরুবৎ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, মহারাজও তখন তদ্রূপ চিন্তার পুনঃপ্রাপ্তি আশয়ে নিরাশ হইয়া ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

কাঠুরিয়া বন্ধুগণ অমনই উর্ম্মিলা-বিলাসী জীবনাধিক লক্ষ্মণসদৃশ ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহ পুরঃসর তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিল।

এইরূপে মহারাজ অপেক্ষাকৃত লব্ধসংজ্ঞ হইলেন। কিন্তু হুতাশন যেমন প্রাণসখা সমীর সংযোগে উত্তরোত্তর প্রজ্জ্বলিত ও ভীষণ হইয়া সমস্তই দগ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহার হৃদয়স্থিত চিন্তানল প্রবল নিশ্বাস বায়ু সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তখন তিনি নিতান্ত উন্মত্তবৎ ধাবমান হইতে হইতে সন্নিহিত নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হে পবিত্র-তোয়া গিরিবরনন্দিনি! আমি জানি তোমার অন্তঃকরণ অতি পবিত্র ও নির্ম্মল। তুমি নিশ্চয়ই আমার জীবিতেশ্বরী চিন্তার বিষয় অবগত আছ। বল কোথায় রাখিয়াছ। তুমি কি তোমার সলিল-কেলি পরায়ণা নিরপরাধা চিন্তাকে অপরাধিনী বোধে শ্বাপদ নিষেবিত দুর্গম গিরিগুহায় লুক্কায়িত রাখিয়াছ, না সমুচিত শাস্তি বিধানার্থ প্রাণকান্ত বারীশ হস্তে অর্পণ করিয়াছ? কি করিয়াছ শীঘ্র বল; প্রাণ যে যায়! এই দেখ প্রাণেশ্বরীর অপরাধ হেতু আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

করিতেছি; আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বল কি করিয়াছ। আমাকে এত কাতর দেখিয়াও কি তোমার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইতেছে না? তবে তোমাকে দয়াবতী কেন বলে? হা প্রিয়ে! তুমিও উত্তর দানে বিরত রহিয়াছ? তুমি কোথায়? কি জন্য আমায় পরিত্যাগ করিতেছ? আর কি আমি তোমায় দেখিতে পাইব না? আর কি ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তোমার বদন সুধাকর সন্দর্শনে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিতে পাইব না। আর কি তুমি তোমার মৃণাল ভুজ বিস্তার করিয়া আমার গ্রীবাদেশ ধারণ করিবে না? আর কি তুমি আমাকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করিবে না। আর কি তোমার সুকোমল অঙ্গস্পর্শে আমার সন্তাপিত প্রাণ সুশীতল হইবে না! আর কি তোমার সুধাময় মধুর বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণবিবর চরিতার্থ ও অন্তঃকরণ আনন্দরসাভিষিক্ত হইবে না? আমি যে, রাজ্যধন সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমাকেই লইয়া এখনও এ পাপ জীবনভার বহন করিতেছি, তবে তুমি কি নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ করিতেছ? আমি বনবাসে আসিয়া তোমায় যারপর নাই কষ্ট দিয়াছি, তজ্জন্যই কি তুমি বিরক্ত হইয়া আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ? তোমার উচিত হয় নাই।

এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে মহারাজ নদীকূলে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। এবং কি সজীব কি নির্জীব সম্মুখে যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি দেখিয়াছ বল আমার চিন্তা এতক্ষণ কতদূরে? যাহাহউক এইরূপে কয়েক দিবস অনাহারে অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিতে করিতে মহারাজ নিতান্ত নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে অদূরে একটি আশ্রম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। আহত ব্যাঘ্র আত্মরক্ষার্থ অসমর্থ হইয়া যেমন সভয়ে গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়, মহারাজও তদ্রূপ ধীরে ধীরে গমন করিয়া আত্মরক্ষার্থ আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ আশ্রমে এক সুরভি বাস করিতেন। মহারাজের গমন মাত্রই তিনি তপোবলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সত্বর তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং স্বীয় পীযূষময়ী দুগ্ধধারা তাঁহার বিশুষ্ক বদন কমলে অর্পণ করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। তখন মহারাজ অপেক্ষাকৃত বলশালী হইয়া পূজনীয়া সুরভিকে ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিলেন; এবং সবিনয়ে আত্মপরিচয় দান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সুরভি ভূপতিকে অত্যন্ত কাতর ও শোকাভি-

ভূপতি নিরীক্ষণে সস্নেহে বহুবিধ উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! শোকে ও মোহে এতদূর কাতর হওয়া নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। করুণাময় ঈশ্বরের অনুগ্রহে নিশ্চয় তুমি স্বরাজ্যে পূর্ব্বমত অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবে। এক্ষণে যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার মহিষী চিন্তাদেবীর কোন অনুসন্ধান না পাইতেছ, ততদিন এইস্থানে নিরুদ্বেগে কালাতিপাত কর। এখানে গ্রহরাজ শনির কোনরূপ আধিপত্য নাই। কিন্তু কদাচ আশ্রমের বহির্ভূত হইও না। ফলতঃ এই সুরভি দানশীলতা, বদান্যতা, সরলতা, আতিথেয়তা ও তপোনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণে রবিকুলপুরোহিত তপোধনশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠের সুরভি অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূনতর ছিলেন না।

মহারাজ সুরভির অনুমতি অনুসারে তথায় বাস করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন; এবং দেখিলেন তাঁহার তপঃপ্রভাবে আশ্রমে ষড়্ঋতু নিয়তই বিরাজিত। আশ্রমস্থ তরুরাজি নানাবিধ সুরস ও সুপক্ব ফলভরে নিরন্তরই সুশোভিত। নানাজাতীয় সুন্দর কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ শাখাসীন হইয়া মধুর স্বরে গান করত আশ্রমবাসীদের শ্রবণ বিবরে নিরন্তর সুধার সুধারা বর্ষণ করিতেছে, বিকসিত পুষ্পসকল অকাতরে মধুকরগণকে পরিমল

দানে পরিতৃপ্ত করিতেছে। ব্রততীসকল সহকার-জড়িত হইয়া যেন জগৎকে পতিপরায়ণতা গুণের উপদেশ প্রদান করিতেছে। আশ্রমস্থ তোয়পূর্ণ জলাশয়ে হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষীগণ মনের সুখে কেলি করিতেছে। ময়ূর ময়ূরীগণ আশ্রমের চারিদিকে সদানন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ফলতঃ আশ্রমশোভা নয়ন গোচর করিলে সন্তাপীরও সন্তাপ দূরীভূত হইয়া মনঃ প্রাণ সুশীতল হয়। মহারাজ এইরূপে সানন্দ মনে তথায় বাস করিতে লাগিলেন এবং পূজনীয় সুরভির আদেশানুসারে তদ্দত্ত দুগ্ধে মৃত্তিকা অভিষিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অসংখ্য স্বর্ণপাট প্রস্তুত করিলেন।

এ পর্য্যন্ত সুরভির আদেশানুসারে মহারাজ আশ্রম বহির্ভূত হন নাই। অনন্তর একদিন আশ্রম শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে উল্লাসিত মনে আশ্রমের বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন এবং নিকটবর্ত্তিনী স্রোতস্বতীর তরঙ্গ নিনাদ শ্রবণে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া দ্রুতপদে নদীকূলে উপনীত হইলেন। তৎকালে পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণে স্রোতস্বতীর উত্তাল তরঙ্গমালাসদৃশ চিন্তা-শোক তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে অতিশয় কাতর ও অস্থির করিল। তখন হা প্রিয়ে চিন্তা! তুমি

কোথায় ?—বলিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সেই দুরাচার বণিক্‌পুত্র আপন তরণী লইয়া মহারাজাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি তাহার সহিত গমন করিয়া আপন স্বর্ণপাট বিক্রয়ার্থ সমুৎসুক হইলেন। ক্রমে ক্রমে সওদাগর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে মহারাজ তাঁহাকে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, কেবল সম্পত্তি মধ্যে কতকগুলি স্বর্ণপাট এপর্য্যন্ত আমার হস্তে আছে। যদি দয়া করিয়া আমায় আপন সমভিব্যাহারে লইয়া যান তবে ঐ সমস্ত স্বর্ণপাট বিক্রয় করিয়া কোনরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করি।

দুরাচার বণিক্‌পুত্র স্বর্ণপাট লোভে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনায় অনুমোদন করিল। তখন মহারাজ তৎপ্রেরিত কিঙ্করগণসহ সত্বর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; এবং সাধুসুত সহ গমনজন্য এত ব্যাকুল ও চলচিত্ত হইলেন যে, পূজনীয়া সুরভিকে ইহার বিন্দু বিসর্গ অবগত করাইতেও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অনন্তর কিঙ্করগণ সমভিব্যাহারে স্বর্ণপাট লইয়া অনতিবিলম্বে নদী তীরে উপনীত হইলেন; ও বণিক্ পুত্রের অভিপ্রায়ানু-

সারে স্বর্ণপাট সমস্ত তাহার তরণীতে উত্তোলন করিয়া তৎসহ গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া দুরাত্মা বণিকপুত্র মনে মনে বলিতে লাগিল, দৈবানুকূলতা হেতুই মানবগণ প্রচুর অর্থশালী ও বিপুল সম্মানাস্পদ হইয়া থাকে। এই সমস্ত স্বর্ণপাট যখন বিনা আয়াসেই আমার আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে, তখন দৈব আমার প্রতি অবশ্যই প্রসন্ন, সন্দেহ নাই। অতএব যদি কোনও উপায়ে এই আগন্তুকের প্রাণবিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে এই সমস্ত সম্পত্তি আমারই হইবে। সুতরাং আমি বিনা পরিশ্রমেই বিপুল ধনাধিকারী হইতে পারিব।

অর্থগৃধ্নু বণিক্ পুত্র ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, স্বার্থপর পারিষদগণ যেমন আত্ম স্বার্থ সাধনার্থ নানামতে তোষামোদ করিয়া প্রভুর সন্তোষ সাধন ও হিতানুষ্ঠান করে, তদ্রূপ বণিক্ পুত্র পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু অথবা নিতান্ত বিশ্বস্ত আত্মীয়ের তুল্য বিষ পূরিত মধুর বাক্যে মহারাজের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। উদারচেতা মহারাজ তাহার দুরভিসন্ধির বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত পরম হিতৈষী বোধে অকপট চিত্তে তাহার সহিত আলাপ করিতে

লাগিলেন। এইরূপে কৃতঘ্ন বণিক্‌পুত্র মহারাজকে আপনার প্রতি নিঃসন্দিহান ও কথঞ্চিৎ অন্যমনস্ক দেখিয়া সহসা নদীজলে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল।

মহারাজ জলপতিত হইয়াই হা ঈশ্বর! হা শনৈশ্চর! হা চিন্তা! হা তাল! হা বেতাল!—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। দুরাচার বণিকপুত্রের অন্যতম তরণীস্থিতা চিন্তাদেবী প্রাণেশ্বরের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ একটী উপাধান নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। তালবেতালও প্রভুর স্মরণ মাত্রই তথায় আগমন করিল; এবং তাঁহার এই ঘোরতর বিপদ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাল নিদ্রারূপে তাঁহার নয়নে আবির্ভূত হইল ও বেতাল ভেলার ন্যায় হইয়া ভূপতিকে আপনার উপরে ধারণ করিল; এবং চিন্তা-নিক্ষিপ্ত উপাধানটি মহারাজের মস্তকনিম্নে বিন্যাস করিয়া জলে ভাসমান হইতে হইতে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

যেমন অগ্ন্যুৎপাতে গিরিশিখর অথবা মুক্তাধন অপহৃত হইলে শুক্তিবক্ষ বিদারিত হয়, মহারাজের জলপতনে মহারাণী চিন্তারও হৃদয় যেন সহসা সেইরূপ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি নিতান্ত অধীরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হায় এ কি হইল! এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত দেখিতেছি! হে বিধাতঃ! এখনও কি তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? যাহা করিবার তাহা ত করিয়াছ! আরও মনে কি আছে? এ অপেক্ষা গুরুতর বিপদই বা আর কি হইতে পারে? অথবা তুমি সৃষ্টিকারী; স্বেচ্ছাবশে কত শত অলৌকিক অদ্ভুত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ। ইহাপেক্ষাও গুরুতর নূতন বিপদ সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে অসম্ভাবিতই বা কি! যেমন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিকৌশলে তাড়িতালোক প্রভৃতি বিপদসঙ্কুল নানা অভিনব পদার্থের আবিষ্কার করিয়া তাহা প্রথমতঃ প্রান্তর প্রদেশে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তদ্রূপ তুমিও এ হতভাগিনীকে নূতন নূতন বিপদের মনোমত পরীক্ষাস্থান পাইয়াছ। না না, বিধাতাকে বৃথা দোষ দিই কেন? তিনি ত দয়া করিয়া এ নিরাশ্রয় লতাবধূর একমাত্র অবলম্বনীয় আশ্রয়পাদপ অভাবনীয়রূপে নিকটে আনিয়া দিয়াছিলেন। এ হতভাগিনীই আপন কর্ম্মফলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইল। হা নাথ! এ অভাগিনীর জন্য তোমাকে কতই ক্লেশ সহ্য করিতে হইল! হা জীবিতেশ্বর! এ নক্রাদি পরিপূর্ণ ভীষণ তরঙ্গময় তরঙ্গিণী হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে! তোমাকে এরূপ বিপন্ন দেখিয়া এ দাসীই বা

কিরূপে জীবনধারণে সক্ষম হয়? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর; আমিও তরণী হইতে ঝম্ফ প্রদান করিয়া তোমার অনুগমন করি। এই বলিয়া রাজ্ঞী তরণী হইতে তরঙ্গিণী বক্ষে আত্মনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় সহসা দৈববাণী শুনিলেন, "বৎসে, চিন্তা নাই; আত্মহত্যা পাপে নিরয়-গামিনী হইও না। পুনর্ব্বার স্বামীর সমাগম সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।" মরুভূমে শীতল-চ্ছায় বটপাদপের ন্যায় এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাণী কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, হে ত্রিভুবনসাক্ষী বিভাকর! আমি যত প্রকারেই কেন পাপীয়সী হই না, যদি মহারাজ শ্রীবৎস ব্যতীত স্বপ্নেও অন্যপুরুষে অনুরাগিণী না হইয়া থাকি, যদি মহারাজের চরণারবিন্দ ভিন্ন চিন্তার ঐকান্তিক চিন্তনীয় আর কিছু না থাকে, তাহা হইলে যেন সেই পাতিব্রত্যধর্ম্মের বলে মহারাজ নিরাপদে নিস্তার লাভ করেন। হে তাল বেতাল! তোমরা মহা-রাজের চিরানুগত। দেখিও যেন তোমরা থাকিতে মহারাজের জীবনের কোন অনিষ্ট সংঘটন না হয়।

এ দিকে মহারাজ পরমপিতা পরমেশ্বরের অনুকম্পাবলে তাল বেতালের আনুকূল্যে নদীজলে ভাসমান হইতে হইতে কিয়দ্দিবস পরে এক আশ্রম

সমীপে উপনীত হইলেন। তখন তালবেতাল তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দুরাত্মা বণিকপুত্র কর্ত্তৃক জলনিক্ষিপ্ত হইয়া মহারাজ মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার শোকানল জলনিমজ্জনে অবশ্যই নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য দরিদ্র দুঃখাপনোদনমানসে বিপুলবিভবশালী কৃপণের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান হইলে সে যেমন তাহাকে অর্দ্ধ-চন্দ্র প্রদানে দূরাপসারিত করে, সেইরূপ নিয়তির অচিন্তিত শক্তি প্রভাবে স্রোতস্বতীও যেন তাঁহার প্রবল শোকাগ্নিসন্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তরঙ্গ-ময় তলাঘাতে তাঁহাকে তটোপরি তুলিয়া দিল। তখন নির্জ্জন স্থানে একাকী অবস্থিত হইয়া, বিস্মৃত শোক পুনরুত্তেজিত ও আত্মগ্লানি পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, মহারাজ চিন্তাবিরহে যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিলেন। এবং হা প্রিয়ে! হা জীবিতেশ্বরি চিন্তা! বলিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ ও রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সহসা দৈববাণী হইল,—"মহারাজ বিরত হও, আর রোদন করিও না। তোমার চিন্তা কুশলে আছেন, অচিরে প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি ঐ সম্মুখবর্ত্তী আশ্রমে গমন কর।" তচ্ছ্রবণে মহা-

রাজ স্বহস্তে চন্দ্রধারণ তুল্য আনন্দলাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এবং দীর্ঘকাল পরে সহসা পরমবন্ধুর সন্দর্শন লাভে ও তাঁহার বদন বিনিঃসৃত সুধাময় মধুর বাক্য শ্রবণে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, ঐ আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া মহারাজও তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। এদিকে গ্রহরাজ শনৈশ্চরও চিন্তাহরণপূর্ব্বক মহারাজকে অপরিসীম যন্ত্রণা প্রদান করিয়া আপন হৃদয়স্থ প্রজ্জ্বলিত ক্রোধানলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পাণ্ডুবংশাবতংস যুধিষ্ঠির! এক্ষণে, গ্রহ সুপ্রসন্ন হইলে যে কিরূপ অননুভবনীয় অসম্ভব শুভ লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হয়, শ্রবণ কর।

মহারাজ শ্রীবৎস অনতিবিলম্বেই আশ্রম সমীপে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে, আশ্রমস্থ শাখা-পল্লববিহীন বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহগণ পুরাতন জীর্ণ-স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান। পুষ্পবৃক্ষ সকল নিতান্ত বিশুষ্ক ও পুষ্পহীন। আশ্রমাভ্যন্তরস্থ জলাশয় বারি-অভাবে মরুভূমিস্থ হ্রদের তুল্য ভিন্নবক্ষ ও বালুকাময়।

লতাগুল্মাদি উদ্ভিদ সকল অর্দ্ধমূলোৎপাটিত মৃণাবৎ শিথিলমূল ও সজীবতাবিহীন। বাস্তবিকই এই আশ্রম দৈবদুর্ব্বিপাকহেতু বহুকাল হইতেই ফল-পুষ্প প্রদানে বিরত ছিল। আশ্রমের এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া মহারাজ নিজের বর্ত্তমানাবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যে কিরূপ দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত।

যাহা হউক মহারাজ আশ্রমের এই দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধানার্থ দৈববাণী স্মরণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। মহারাজ আশ্রম মধ্যে পদার্পণ করিবামাত্রই, যেমন পুরুষসিংহ রাম-চন্দ্রের চরণস্পর্শে কাষ্ঠময়ী তরণী সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময়ী হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার চরণ স্পর্শেই তৎক্ষণাৎ আশ্রমমণ্ডল অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠিল; পূর্ব্বে যে তরু শাখাপল্লব-বিহীন শোভাশূন্য ছিল, তাহা এক্ষণে সুন্দর পল্লবাবৃত সুদীর্ঘ শাখা ও সুপক্ক ফলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কত শত সঙ্গীতকারী বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গমগণ তাহার শাখাসীন হইয়া সুমধুর ফল ভক্ষণে সুললিত স্বরে গান করিতে লাগিল। পত্রপুষ্পবিহীন পুষ্পবৃক্ষ সকল কোমল কমনীয় নববিকসিত কুসুমভারে কি মনোরম শোভাই ধারণ করিল! অমনিই মধুজীবীগণ

চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া প্রফুল্ল মনে তাহাদের মধুপান করিতে আরম্ভ করিল। জলবিহীন বিশুষ্ক সরোবর স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ হইল, শত শত সুকোমল কমল তদুপরি প্রস্ফুটিত হইল। হংস চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষীগণ জলে কেলি করিতে লাগিল। মধুকরগণ মধুর ঝঙ্কার করিয়া বিকসিত কমলের মধুপান করিতে লাগিল। লতা গুল্ম সকল নব-কিসলয়ে ও কমনীয় কুসুমে সুশোভিত হইল। ফলতঃ এখন আশ্রম-শোভা সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন প্রকৃতি দেবী অপূর্ব্বময়ী বিলাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আশ্রম মধ্যে বিরাজিতা। মহারাজ আশ্রমের এই আকস্মিক অবস্থা পরিবর্ত্তন ও অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। এবং মনে মনে সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ইহার কারণানুসন্ধান করিতে করিতে তন্মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

আশ্রমবাসিনী মালিনী অনতিবিলম্বেই কার্য্যা-ন্তর হইতে ভবনে প্রত্যাগতা হইয়া আশ্রমের এই অপূর্ব্ব রমণীয় অবস্থান্তর দর্শনে মহাবিস্মিতা ও আন-ন্দিতা হইল। কেনই বা না হইবে? রাহুগ্রস্ত পূর্ণ চন্দ্র পুনঃ সমুদিত হইলে কোন্ ব্যক্তির আনন্দ না

হইয়া থাকে? যাহা হউক মালিনী এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণানুসন্ধান করণার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক মহারাজকে দেখিতে পাইল। এবং তাঁহার অলৌকিক অঙ্গলাবণ্য সন্দর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিল, এই যে সাক্ষাৎ রতিপতি ভুবনমোহন মন্মথ আশ্রম মধ্যে বিরাজিত; তাই বুঝি প্রকৃতি সতী তাঁহার শুভাগমনে সম্বর্দ্ধনার্থ সানন্দ মনে স্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব করিয়াছেন। অনন্তর সত্বর ভূপতিসমীপে সমুপস্থিত হইয়া বিনয় ও ভক্তি সহকারে নিবেদন করিল, মহাভাগ! আপনি দেব কি কিন্নর? নাগ কি বিদ্যাধর? আপনার শ্রীচরণ সন্দর্শনে আজি মন নয়ন পবিত্র ও চরিতার্থ হইল। যদি কৃপাপূর্ব্বক এ হতভাগিনীর উপবনে পদার্পণ করিয়াছেন তবে সরলান্তঃকরণে আত্মপরিচয়দানে চিত্তের সংশয় অপনোদন করুন।

ভূপতি মালিনীর বিনয় ও সৌজন্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, অয়ি বিস্ময়বিহ্বলে! আমি দেব বা উপদেব নহি। হতভাগ্য নরাধম শ্রীবৎস। বাণিজ্য করণার্থ নৌকারোহণে গমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে সহসা দৈবদুর্ব্বিপাক নিবন্ধন জলমগ্ন হইয়া এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি ও আত্মরক্ষার্থ তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।

ভূপতিমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মালিনী কহিল, মহাশয়! পূর্ব্ব সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আর দুঃখিত হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন আপনার দুঃখরজনী অবসান হইয়াছে; এক্ষণে অচিরে পূর্ণমনোরথ হইবেন। নচেৎ জলমগ্ন হইয়া কি নিমিত্ত জীবন রক্ষা পাইলেন? অধিকন্তু আমার এই উপবনই তাহার উত্তম প্রমাণ স্থল। অতএব যে পর্য্যন্ত না পূর্ণমনোরথ হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত আমার আশ্রমে কালাতিপাত করুন। আমি এই নগরাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি তনয়া ভদ্রাবতীকে ইষ্টার্চ্চনার্থ প্রতিদিন যথাকালে পুষ্পাদি প্রদান করিয়া থাকি। রাজনন্দিনীর অনুগ্রহে অশন বসনাদি কোন বিষয়েরই আমার অপ্রতুল নাই। কেবল জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে বিধাতা আমাকে সংসারার্ণবের সার রত্ন অপত্যমুখ সন্দর্শনে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি আপনাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও সাধ্যানুসারে আপনার হিত সাধন করিব।

মহারাজ শ্রীবৎস মালিনীর পরামর্শানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মালিনী পরম যত্ন ও শ্রদ্ধা পুরঃসর নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদানে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং নগরাধিপতি মহারাজ বাহুদেবের ও তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী নন্দিনী ভদ্রাবতীর বৃত্তান্ত

বর্ণনে নিরন্তর তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল। কিন্তু কঠিন নিগড়াবদ্ধ বলিষ্ঠ বারণ যেমন পালকের পরম যত্নে প্রতিপালিত হইলেও সচ্ছন্দতা অনুভব করে না, তদ্রূপ মহারাজ চিন্তাবিরহে অনুদিন সকল বিষয়েই নিরুৎসাহ ও নিতান্ত নির্বীর্য্য হইতে লাগিলেন। এক দিন যে পুষ্পের নয়নাভিরাম কাঞ্চন কান্তি ও মন মুগ্ধকর সুস্নিগ্ধ সৌরভ তাঁহার নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিত, আজি তাহা তদ্বিপরীত হইল। যে সুধাময় পূর্ণচন্দ্র তাঁহার চিত্তোল্লাস বর্দ্ধন করিত, আজি তাহা জ্বলন্ত হুতাশনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যে বিহঙ্গমগণ মধুর কূজনে তাঁহার কর্ণ-কুহরে সুধাবর্ষণ করিত, আজি তাহারা বিষম বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া মন প্রাণ আকুল করিতে লাগিল। যে মলয়ানিল এক সময়ে তাঁহার পরম সুখস্পর্শ ছিল, এখন তাহা দ্বিগুণ গাত্র-জ্বালা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ফলতঃ মহারাজ যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকই প্রিয়াবিরহানলে সমাকীর্ণ ও ধূমময় দৃষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক দৈববাণী স্মরণ করিয়া মহারাজ এই চিত্তানন্দ নামক মালিনী-আশ্রমে অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর এক দিন নরনাথ শ্রীবৎস মালিনী প্রমুখাৎ শ্রুত হইলেন যে, নগরাধিপতি মহারাজ বাহুদেব

আপন নিরুপম রূপলাবণ্যবতী গুণবতী তনয়া ভদ্রাবতীকে প্রাপ্তবয়স্কা নিরীক্ষণে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সমাধানার্থ ঐকান্তিক যত্ন ও আড়ম্বরসহকারে স্বয়ম্বর সভার উদ্‌যোগ করিয়াছেন। এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ দ্রাবিড় কর্ণাট কাশ্মীর কান্যকুব্জ প্রভৃতি নানা দেশস্থ রাজা ও রাজকুমারগণকে মহাসমারোহে নিমন্ত্রণপত্র প্রদান করিয়াছেন। বিভিন্নদেশীয় নরপতিগণ বাহুদেব ভূপতির নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া রমণীরত্ন লাভার্থ আনন্দিত মনে তদীয় রাজধানী সৌতিপুরে আগমন করিলেন। মহারাজ বাহুদেব সমাগত রাজেন্দ্রবর্গকে যথাবিহিত সম্মান ও সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাসোপযোগী রমণীয় প্রাসাদ ও উপাদেয় খাদ্যাদির উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই মহারাজ শ্রীবৎস, মালিনী প্রমুখাৎ রাজনন্দিনী ভদ্রাবতীর অলৌকিক রূপগুণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রমণীরত্ন লাভার্থ অন্তঃকরণে যে আশালতা রোপণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্দ্ধিত হইল। সুতরাং স্বয়ম্বর সভায় গমন ও ভদ্রাবতীর পাণিগ্রহণার্থ তিনি অতিশয় উৎসুক ও অধীর হইলেন। কিন্তু আপন বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া বামনের চন্দ্রধারণসদৃশ রমণীরত্ন লাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য বিবেচনা করিলেন,

পরন্তু তাঁহার আশ্রয়ীভূত উপবনের অবস্থা পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া স্বয়ম্বর সভায় গমন জন্য পুনরায় প্রোৎসাহিত হইলেন।

অনন্তর নিরূপিত সময়ের অব্যবহিতপূর্ব্বেই মহারাজ শ্রীবৎস স্বয়ম্বর সভায় উপনীত হইলেন। এবং দেখিলেন, অসংখ্য অসংখ্য রাজগণ সময়োচিত বিচিত্র রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া এক এক জন সাক্ষাৎ শচীপতি পুরন্দর তুল্য দিব্য রূপচ্ছটায় স্বয়ম্বর সভা অপূর্ব্ব শোভাময় করিয়াছেন। তিনি আপন দুরবস্থা হেতু রাজগণের সহিত সম্ভাষণ করা দূরে থাকুক নিকটে গমন বা উপবেশন করিতেও সাহসী হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহাদের কর্ত্তৃক অপমানিত ও তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কায় আত্মগোপনপূর্ব্বক স্বয়ম্বর সভার অনতিদূরবর্ত্তী এক সুদীর্ঘ কদম্ব তরুমূলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। এবং মনে মনে গ্রহরাজ শনৈশ্চরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। আহা! যে ভূপত্তির রাজসভায় গমন ও উপবেশন করিয়া দেবগণও চরিতার্থতা লাভ করিতেন, আজি সেই সসাগরাধরাধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ শ্রীবৎস সামান্য দীন হীন তুল্য কদম্বতরুমূলে উপবিষ্ট। হে গ্রহাধিপতি ভাস্করনন্দন শনৈশ্চর! তুমিই ধন্য, তোমার প্রভুত্বও ধন্য।

এ দিকে স্বয়ম্বরসভাসীন সমবেত রাজগণ রাজ-নন্দিনী ভদ্রাবতীর আগমন প্রতীক্ষায় পরস্পর নানা-রূপ কথোপকথনে সময়ের মন্দগামিতা ও কষ্টকারিতা নষ্ট করিতেছেন, এমন সময়ে রাজনন্দিনী সুবর্ণমণি-রত্নাদিখচিত অপূর্ব্ব বেশভূষায় বিভূষিতা ও সজ্জীভূতা হইয়া সখীগণ সহ স্বয়ম্বরসভায় উপনীত হইলেন। ত্রি-দশাধিপতি পুরন্দর যেমন সুরসুন্দরী চপলার রূপপ্রভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্ববশে আনয়নার্থ তৎপ্রতি আপন পরাক্রমসার বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ ভদ্রা-বতীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া রাজগণ আপনাপন সুতীক্ষ্ণ নয়নশর তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নৃপনন্দিনীর সুচারু অঙ্গ-লাবণ্য সন্দর্শনে তাঁহাদের নয়ন এরূপ আকৃষ্ট ও অনিমিষ হইল যে, তাঁহারা বহু আয়াসেও আপন আপন নয়ন পুনরানয়ন করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইলেন। ফলতঃ যিনি তাঁহার যে অঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তিনি সেই অঙ্গেরই অলৌকিক লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া গেলেন।

যাহাহউক রাজগণ ভদ্রাবতীর এইরূপ অপরূপ রূপ নিরীক্ষণে আপন আপন নয়ন ও মনের পবি-ত্রতা এবং চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে রাজনন্দিনী মরালবিনিন্দিত গমনে স্বয়ম্বর-

সভার মধ্যস্থলে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, তিনি এতাদৃশ রূপ গুণসম্পন্না ও মনমোহিনী হইয়াও গমনকালীন পশ্চাদ্ ভাগ নিরানন্দময় করিলেন। তদ্দিকস্থ রাজগণ কৌমুদীপরিত্যক্ত শশধর সদৃশ ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। এইরূপে রাজকুমারী সভামধ্যস্থলে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ও ভূপতিবর্গ! আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে আপন অভীষ্ট পতিলাভে প্রসন্নচিত্তে অনুমতি করুন।

এই বলিয়া নৃপনন্দিনী স্বয়ম্বর-সভার চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণপতির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে হৃদয়রঞ্জন মহারাজ শ্রীবৎসের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হইয়া জগৎ অন্ধকার ও হৃদয় শূন্যময় দেখিলেন। তখন নানারূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে সর্ব্ববিপদবিনাশিনী শঙ্করহৃদিবিলাসিনী ভগবতী কাত্যায়নীকে কাতরস্বরে মনে মনে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, জননি! আমি বাল্যাবধি মহারাজ শ্রীবৎসকেই পতিলাভ করণার্থ তোমার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছি, এবং তুমিও দাসীর প্রতি প্রসন্না হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছ। তবে কি নিমিত্ত আজি এত

বিড়ম্বনা করিতেছ? মাতঃ! তুমি এ দাসীর অন্তঃকরণ বিলক্ষণরূপ অবগত আছ। যেমন ভূতলে প্রভূত পরিমাণে স্বচ্ছ তোয় ও উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সত্ত্বেও চাতক ও চকোরকুল নভোমণ্ডলবিরাজিত সুধাকরসুধা ও নবীননীরদধারা ব্যতীত কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ এ দাসীর চিত্তচকোরও মহারাজ শ্রীবৎসের বদনসুধা পান ব্যতীত কিছুতেই পরিতৃপ্ত নহে। দেবি! তোমার স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন, ক্ষুদ্র মানবের কথা কি, দেবগণেরও অসাধ্য। ফলতঃ তোমারই অপার করুণাবলে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ অনন্ত ক্ষমতা ও অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। পবন তোমারই করুণাগুণে অপ্রতিহত গতি প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন। এই বিশ্ব মধ্যে কি দেব, কি দৈত্য, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি নাগ, কি নর সকলের শুভাশুভ তোমারই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন। অধিক কি তোমারই অনুকম্পাবলে বিধি সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন ও মহেশ্বর সংহার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও নিধন করিতেছেন। অতএব মাতঃ! কেবল এই হতভাগিনীর প্রতি বিড়ম্বনা করিয়া তোমার করুণাময়ী নামে কলঙ্কারোপ করিও না। এক্ষণে কৃপাপুরঃসর হতভাগিনীর জীবনসরোবরের এক-

মাত্র ফুল্ল কমল মহারাজ শ্রীবৎসকে সম্প্রদান করিয়া দাসীর জীবন রক্ষা কর। এইরূপ বলিতে বলিতে রাজনন্দিনী অবিরল বেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ত্রৈলোক্যতারিণী জগজ্জননী কাত্যায়নী সকলের অলক্ষিত ভাবে রাজনন্দিনীর কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিতে করিতে সর্ব্বশরীর আনন্দরসাভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! কি নিমিত্ত এত ভ্রান্তা ও বিহ্বলা হইতেছ? ঐ দেখ কদম্বতরুমূলে তোমার প্রাণকান্ত শনিগ্রস্ত প্রাগদেশাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎস বিরাজিত। তচ্ছ্রবণে, মৃত ব্যক্তি জীবনপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, ভদ্রাবতীও তদ্রূপ আনন্দিতা হইলেন। এবং পুলকে নৃত্য করিতে করিতে প্রমত্ত দ্বিরদগতিতে কদম্বতরুমূলবিহারী মহারাজ শ্রীবৎসের চরণে প্রণত হইয়া বরমাল্য প্রদানে চরিতার্থতা লাভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তৎকালে মহারাজ শ্রীবৎসের অন্তঃকরণে ক্ষণকালের নিমিত্তও চিন্তাবিরহানল নির্ব্বাপিত হইল; এবং তাঁহার সর্ব্ব শরীর অনুপম আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

এদিকে মুখাভ্যন্তর হইতে হরিণশিশু বলপূর্ব্বক অপহৃত হইলে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল যেমন ক্রোধোন্মত্ত ও

চঞ্চলচিত্ত হয়, সমাগত রাজগণ রাজনন্দিনীর এইরূপ আচরণ দর্শনে তদ্রূপ ক্রোধান্বিত হইলেন। এবং বাহুদেব ভূপতিই এই নিদারুণ অপমান ও লজ্জার আদিকারণ বোধে তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার ও কটূক্তি করিয়া বলপূর্ব্বক রমণীরত্ন গ্রহণার্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু সত্ত্বগুণাবলম্বী উদারচেতা মহাত্মাগণ বিধিলিপি অখণ্ডনীয় ও অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত অন্যায়পর রাজগণকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক সকলে অনতিবিলম্বেই স্ব স্ব রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে বাহুদেব ভূপতি প্রাণাধিকা নন্দিনীর ঈদৃশ ঘৃণার্হ আচরণ দর্শনে এবং রাজগণ কর্ত্তৃক দারুণ অপমানে নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইলেন। এবং নানারূপ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! আমাকে পুত্রমুখারবিন্দসন্দর্শনে বঞ্চিত করিয়াও কি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই? তজ্জন্যই একমাত্র নন্দিনী ভদ্রাবতীকে অপাত্রে সম্প্রদানপূর্ব্বক আজি তাহা হইতেও বঞ্চিত করিলে। ভদ্রে! বাল্যাবধি তোমাকে পুণ্যবতী, বুদ্ধিমতী ও সুশীলা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে কতই বাসনা করিতাম যে, যথাকালে তোমাকে কোন সুনির্ম্মল যশঃসৌভাগ্যশালী রাজবংশসম্ভূত শূর, বীর,

ধর্ম্মপর ও কৃতবিদ্য রাজকুমার হস্তে অর্পণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিব, কিন্তু আজ সে আশা-লতা তোমার গর্হিত আচরণরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিতে একেবারেই নির্ম্মূল হইল। তুমি এতদিন চতুর্ব্বর্গ-দায়িনী ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা হেতুই কি এই নরাধম পতি লাভ করিলে? তুমি অতি হতভাগিনী ও নীচাশয়া। রাজগণসমক্ষে আমাকে যেরূপ অপমান ও লজ্জা প্রদান করিয়াছ, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও শতগুণে গুরুতর। তোমার উপর আমার যে মমতা, স্নেহ ও প্রীতি ছিল, আজ তাহা একেবারেই অন্তঃকরণ হইতে চির বিসর্জ্জন করিলাম। আর আমি তোমার মুখাব-লোকন করিব না। তোমার যথা ইচ্ছা হয় আমার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। এই বলিয়া মহারাজ বাহুদেব ক্রোধাতিশয্যপ্রযুক্ত হিতা-হিত বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া জামাতা ও নন্দিনীকে রাজধানী হইতে নির্ব্বাসনের অনুমতি প্রদান করি-লেন। আহা! পরমপিতা পরমেশ্বর কি আশ্চর্য্য উপাদানেই মনুষ্যের অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন! তাঁহার সৃষ্টিকৌশল ধন্য!

ভূপতিমুখে এইরূপ কঠোর ও অনুচিত নিদেশ শ্রবণ করিয়া অমাত্য ও অনুচরবর্গ অতিশয় বিষা-

দিত ও উৎকণ্ঠিত হইল। কিয়ৎ কাল পরে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বিজ্ঞবর অমাত্যপ্রধান ভূপতিসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, প্রভো! জামাতার প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর ও অন্যায়াচরণ নিতান্ত অবৈধ ও বিশেষ অসুখপ্রদ। আমি আশৈশব রাজনন্দিনীর যেরূপ সদাশয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মনিষ্ঠাদি দর্শন করিতেছি তাহাতে তিনি যে, এরূপ নীচপ্রকৃতির কার্য্য করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও স্বপ্নের অগোচর। যেমন অপরিহার্য্য প্রবল কারণ ব্যতিরেকে শোভাধার পূর্ণচন্দ্র দুরন্ত রাহুর করাল কবলে পতিত হয়েন নাই; যেমন জলাধিপতি বরুণ দেব অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত হৃদয়াভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলিত বাড়বানল ধারণ করেন নাই; যেমন সামান্য কারণেই ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি কণ্ঠমধ্যে কালকূট ধারণ করেন নাই; যেমন অত্যল্প কারণে ভগবান বিষ্ণু ভৃগুপদচিহ্নে স্বীয় বক্ষঃস্থল রঞ্জিত করেন নাই ও যেমন সামান্য কারণে অমরাধিপতি পুরন্দর ত্রৈলোক্যশ্রীভ্রষ্ট ও সহস্রলোচন নাম প্রাপ্ত হন নাই, সেইরূপ কেবল নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়াই রাজনন্দিনী ঐ আগন্তুককে পতিত্বে বরণ করেন নাই। অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান করুণাময়

পরমেশ্বরের এ বিষয়ে কোন নিগূঢ় রহস্য আছেই আছে।

রাজন্! সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ভদ্রাবতী উপযুক্ত পতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন। করুণাময় ঈশ্বরের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত ও কল্যাণময়। মনুষ্য তদ্দত্ত বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি প্রভাবে অপরাপর সর্ব্ববিধ জীবজন্তুর উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের মর্ম্মাবগত হওয়া, সামান্য মানব কি, দেবগণেরও জ্ঞানাতীত। তিনি জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ এই কল্যাণময় কার্য্যত্রয় আপন ইচ্ছাধীনে রাখিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় উৎকৃষ্টতম নিয়মানুসারেই জগতের সৃজন, পালন ও নিধন করিতেছেন। অতএব সেই সর্ব্বস্রষ্টা করুণাময় বিভু-কৃত কার্য্যে বিন্দুমাত্রও অসন্তোষ বা ক্রোধ প্রকাশ করা ভবাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন তীক্ষ্ণমনীষাবিশিষ্ট মহানুভাব নরপতির কদাচই বিধেয় ও সম্ভাবিত নহে; প্রত্যুত বিশেষ অশুভ ও অসুখজনক। আরও এই আগন্তুকের আকৃতিগত সুলক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণে ইহাঁকে হীনবংশসম্ভূত নরাধম বলিয়া কোনও মতেই উপলব্ধি হয় না। হয়ত এই ব্যক্তি একজন

অসাধারণ পরাক্রম ও বুদ্ধিবলসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি হইতে পারেন, দৈববলে অথবা অরাতি-পীড়নে আপন সৌভাগ্যবৃক্ষকে দুরদৃষ্টরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিতে সমূলে কর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। নচেৎ কোন্ কালে নিকৃষ্টবংশোদ্ভব অনার্য্য ব্যক্তিকে রাজকুল-প্রসূতা রাজনন্দিনী পতিত্বে বরণ করিয়াছেন? অতএব মহারাজ! এক্ষণে ক্রোধসংবরণপূর্ব্বক জামাতাকে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গনদানে প্রকৃতি-পুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন ও পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করুন। এই বলিয়া মন্ত্রীবর বিরত হইলেন।

এমন সময়ে রাজমহিষী দাসীগণপ্রমুখাৎ কন্যার অযথা পতিনির্ব্বাচন ও মহারাজের জামাতৃনির্ব্বাসনে নির্ব্বন্ধাতিশয় শ্রবণে ব্যাধভয়ভীতা কুরঙ্গী সদৃশ চঞ্চলচিত্তে সভাস্থলে ক্রোধোন্মত্ত মহারাজের সমীপে আগমন করিলেন। এবং কন্যাগ্রহণার্থ তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ নন্দিনী ভদ্রাবতীর প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কোনও মতেই তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। কিন্তু মহারাণীর পুনঃ পুনঃ আক্ষেপোক্তি শ্রবণে ও অশ্রুময় বদনারবিন্দ দর্শনে তনয়াকে একেবারে নির্ব্বাসিত না করিয়া

তাঁহার অবস্থান জন্য বহির্দ্দেশে এক ভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনন্তর সভাভঙ্গপূর্ব্বক অন্তঃপুরী মধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে মহারাণী, নন্দিনী ও জামাতাকে নানাবিধ সুমিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া অগত্যা মহারাজের অনুগামিনী হইলেন। অমাত্য ও অনুচরবর্গও দুঃখিত মনে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিল।

শ্বশুরকর্ত্তৃক এতাদৃশ অপমান ও নিগ্রহ যে জামাতার পক্ষে মরণাধিক গুরুতর যন্ত্রণাপ্রদ, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেমন বৃশ্চিকযন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না, মহারাজ শ্রীবৎসও তদ্রূপ গ্রহাধিপতি শনির বিষদৃষ্টি হেতু শ্বশুর কর্ত্তৃক এবম্বিধ নিদারুণ অপমানের বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত গুণবতী ভদ্রাবতী সমভিব্যাহারে তন্নির্দ্দিষ্ট বহির্ভবনেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভদ্রাবতী নিরন্তর নিকটবর্ত্তিনী থাকিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ অল্প কাল মধ্যেই মহারাজ ভদ্রাবতীর অলৌকিক পতিপরায়ণতা গুণে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক যেমন রোহিণী সহ সর্ব্বদা বিরাজিত হইলেও প্রজাপতি দক্ষরাজের

ক্রোধানল হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন নাই; তদ্রূপ তিনি গ্রহাধিপতি শনির কোপানল হইতে এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত, যেমন সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানল নিরন্তরই প্রজ্বলিত থাকে তেমনই তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ অনিবার্য্য চিন্তাবিরহানল অনুক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে অশেষ যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। যাহা হউক এইরূপে মহারাজ শ্রীবৎস তথায় অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অতঃপর একদিন মহারাজ শ্রীবৎস প্রাণাধিকা ভদ্রাবতীকে পরম যত্নে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার একান্ত বাসনা তোমার পিতৃ-সংসারে কোন কর্ম্ম করি। যদি তুমি তোমার জননীকে বলিয়া ইহার বিশেষ সুবিধা করিতে পার তবে পরমাহ্লাদিত হই। পতিপ্রাণা ভদ্রাবতী মহারাজের আদেশ শ্রবণ মাত্রই জননী সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রাণেশ্বরের অভিপ্রায় অবগত করাইলেন।

আয়তলোচনা নন্দিনী ভদ্রাবতীর মুখচন্দ্র সন্দর্শনে ও তন্নিঃসৃত সুধাময় বাক্যসুধাপানে মহারাণীর অন্তঃকরণে স্নেহসাগর উচ্ছ্বলিত হইয়া

উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি নন্দিনীকে অঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে করিতে তাঁহার বদন কমলে আপন পীযূষময় স্তন্যদান করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন হরমনমোহিনী গৌরী গিরিরাজরমণী মেনকা-অঙ্কে উপবিষ্টা হইয়া স্তন পান করিতেছেন।

এদিকে মহারাজ শ্রীবৎস ভদ্রাবতীর অদর্শনে পুনরায় চিন্তাবিরহানলে অতিশয় কাতর ও ব্যথিত হইলেন। পতিপ্রাণা ভদ্রাবতী যেন তাহা জানিতে পারিয়াই মাতৃ-অঙ্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রাণেশ্বর সমীপে উপনীতা হইলেন। এবং নানাবিধ সুমধুর সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার চিত্তসন্তাপ নিবারণ করিলেন। ফলতঃ মহারাজ প্রাণেশ্বরী চিন্তা-বিরহে অনুদিন যেরূপ কাতর হইতেছিলেন, বোধ হয় তৎকালে ভদ্রাবতী সদৃশ গুণবতী রমণী প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইত তাহা বলিতে পারা যায় না।

কিয়দ্দিবসানন্তর মহারাণীর প্রার্থনানুসারে মহারাজ বাহুদেব জামাতাকে নিকটবর্ত্তী ক্ষীরোদনদে বিভিন্ন দেশাগত বাণিজ্যতরিসমূহের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত করিলেন। মহারাজ শ্রীবৎস এইরূপে ইচ্ছামত কর্ম্ম লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এবং রাজ-

নিযুক্ত উপযুক্ত কিঙ্করগণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরোদতটে গমন করিলেন। তিনি চিন্তাবতীর অনুসন্ধানার্থ রাজঘাটে সমাগত প্রত্যেক তরণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং বণিকগণের নিকট রীতিমত দান আদায় করিয়া তাহাদের নৌকা ছাড় দিতে লাগিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশ্যে মহারাজ এ নিকৃষ্ট কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহা সুসিদ্ধ না হওয়াতে দিন দিন তিনি কৃষ্ণপ্রতিপচ্চন্দ্রমার ন্যায় ম্লান হইতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন সেই পূর্ব্বপরিচিত দুরাত্মা বণিকপুত্র তরণী সহ রাজঘাটে উপনীত হইল। দর্শনমাত্রই মহারাজ তাহাকে চিনিতে পারিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ কিঙ্করগণ দ্বারা তাহার তরণী আটক করাইয়া তন্মধ্যস্থ স্বর্ণপাট সমস্ত আপন হস্তগত করিলেন। হতভাগ্য বণিকনন্দন এখন আর ভূপতিকে চিনিতে পারিল না, প্রত্যুত সামান্য কর্ম্মচারী বোধে ক্রোধমনে রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক মহারাজ বাহুদেব সমীপে তাঁহার নামে অভিযোগ করিল।

মহারাজ বাহুদেব প্রথমাবধিই জামাতার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, এক্ষণে তাঁহার এইরূপ অসদাচরণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেন; এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই

তাঁহাকে নিষ্ঠুরতা সহকারে সভাস্থলে আনয়নার্থ উপযুক্ত অনুচরবর্গকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুচরগণ অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া ভূপতিকে প্রভুর আদেশ অবগত করাইল।

কিঙ্করগণপ্রমুখাৎ রাজনিদেশ শ্রবণপূর্ব্বক মহারাজ ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই রাজসভায় উপনীত হইলেন ; এবং আনন্দিত মনে মহারাজ বাহুদেবের চরণবন্দনা করিলেন। মহারাজ বাহুদেব জামাতাকে দর্শনমাত্রই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অরুণনয়নে বলিতে লাগিলেন, দুরাত্মন্! পরধন হরণে তুমি এতদূর বিবেচনাবিহীন ও অজ্ঞানান্ধ হইলে যে, তোমার অন্তরাত্মা আমার কঠোর শাসন ভয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেল! হা বিধাতঃ! এরূপ দুর্ভাগ্যবতী নন্দিনীলাভ অপেক্ষা আমার অনপত্যতাই যে শতগুণে সুখকর ছিল। এই বলিয়া নরপতি জামাতার প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান পুরঃসর সেই দুরাচার বণিকপুত্রকে সাধু জ্ঞানে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ শ্রীবৎস, সিংহশিশু যেমন মত্তমাতঙ্গ গর্জ্জনে অণুমাত্রও ভীত না হইয়া বরং মনে মনে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ মহারাজ বাহুদেবের ক্রোধ ও অন্যায়াচরণে বিন্দুমাত্রও শঙ্কিত হইলেন না। কিন্তু

অতঃপর মৌনাবলম্বনে থাকা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও ক্লেশকর বোধে মহারাজ বাহুদেবকে বলিতে লাগিলেন, নরনাথ! ভবাদৃশ তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন নরপতিগণের এতদূর ক্রোধোন্মত্ত হওয়া যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের নিরতিশয় নিগ্রহ ও বিড়ম্বনার বিষয়, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু মহারাজ! ক্রোধ অতি বলবান রিপু। ক্রোধবশব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনাবিহীন হইয়া নানারূপ অসদাচরণপূর্ব্বক ইহকালে নির্ম্মল যশঃ ও পরকালে শান্তি লাভে কদাচই সমর্থ হয় না। অধিক কি, ক্রোধান্ধব্যক্তি জলে, অনলে বা উদ্বন্ধনে আপনার প্রাণ আপনিই বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব ক্রোধকে সর্ব্বতোভাবে আত্মবশে রাখাই উচিত। অপিচ, মহারাজ! সুরচিতসুচিক্কণমৌক্তিকমালা কি কখন অবোধ বানরাধমের গলদেশে অর্পিত হইয়া থাকে? চাতকী কি কখন নবীননীরদ ধারা ভ্রমে ভূপতিতনীহারবিন্দু পান করিয়া থাকে? কমলিনী কখন কি সুচারুস্বচ্ছসরোবর পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গন্ধময়পঙ্কিলসলিলে উৎপন্ন হইয়া থাকে? শ্বেতসরোরুহরাজিনী ভগবতী কমলা কি কখন কমল ভ্রমে অকিঞ্চিৎকর শালূকপুষ্প করকমলে ধারণ করিয়া থাকেন? তাই গুণবতী ভদ্রাবতী আপ-

নার সুনির্ম্মলসমুজ্জ্বলযশঃশশধরকে কলঙ্করূপ করাল রাহুকবলে চির সমর্পণ করিয়াছেন? যাহাহউক মহারাজ ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনার সম্মুখবর্ত্তী ঐ বণিকপুত্র যারপরনাই কৃতঘ্ন, নৃশংস এবং দুরাত্মা; ফলতঃ উহাঁকে মূর্ত্তিমান পাপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহার মুখদর্শন বা নামোচ্চারণ করিলেও অন্তঃকরণে পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। উহার নৃশংস আচরণ শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়।

সাধুসুত, শ্রীবৎস ভূপতির বাক্যশ্রবণে মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বেই কৃতান্তদূত সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া, অধর্ম্মাচারী মূঢ় ব্যক্তি স্বানুষ্ঠিত দুষ্ক্রিয়া সকল স্মরণপূর্ব্বক যেমন যন্ত্রণা ও অনুতাপগ্রস্ত হয়, তদ্রূপ আপনার পূর্ব্বকৃতপাপপুঞ্জ স্মরণ করিয়া মনে মনে বিষম ব্যথিত ও অনুতাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্ববৃত্তিসুলভ চতুরতা সমুদ্ভূত মৌখিক নানাবিধ বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিযোগীকে নির্ব্বোধ ও বাতুল বলিয়া বাহুদেব ভূপতির প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিল। কিন্তু অবোধ মেষশাবক কি চতুরতা করিয়া কখন ক্ষুধার্ত্ত সিংহের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে? না, সিংহকে দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র বলিয়া অন্যের আনু-

কূল্য প্রাপ্ত হইতে পারে? সুতরাং বণিকপুত্রের সকল যত্নই বিফল হইল।

মহারাজ বাহুদেব জামাতার উল্লিখিত প্রগল্‌ভতা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে এবং বণিকপুত্রের ম্লান বদন নিরীক্ষণে অতিশয় সন্দিহান ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহারাজ শ্রীবৎস, ভূপতির অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ হতভাগ্য বণিকপুত্রের তরণী হইতে একখণ্ড স্বর্ণপাট আনয়নার্থ কিঙ্করগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। স্বর্ণপাট অবিলম্বেই ভূপতিসমক্ষে আনীত হইল। তখন মহারাজ শ্রীবৎস বাহুদেব ভূপতির সংশয় ও বিস্ময় অপনোদন এবং সাধুপুত্রের অসাধুতার পরিচয় প্রদানার্থ তাঁহার সেই স্বর্ণপাট তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতে বলিলেন।

স্বর্ণপাট দর্শন করিয়াই বণিকপুত্রের সর্ব্বশরীর কম্পিত ও মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল। কিন্তু, ভূপতি-হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া স্বর্ণপাট বিভক্তকরণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন মহারাজ শ্রীবৎস তাহা আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া মনে মনে তালবেতালকে স্মরণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সভা-

মণ্ডলস্থ ব্যক্তিমাত্রই মহা আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া মহারাজ শ্রীবৎসের ভূয়সী প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

মহারাজ বাহুদেব জামাতার ঈদৃশ অলৌকিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জামাতাকে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন দানে ঘন ঘন শিরশ্চুম্বন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! এ পর্য্যন্ত তুমি আত্মপরিচয় প্রদান কর নাই, সুতরাং আমি অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার প্রতি যে অন্যায় ও নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক প্রকৃতরূপে আত্ম-পরিচয় দানে আমার অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন কর।

পিতৃতুল্য পূজনীয় বাহুদেব ভূপতির স্নেহ ও আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে মহারাজ শ্রীবৎস বিনয়পুরঃ-সর কহিলেন, রাজন্! এ হতভাগ্য হীনবংশসম্ভূত অপকৃষ্ট বর্ণ নহে। একসময় নক্ষত্রপুঞ্জ মধ্যে শোভমানশশধর সদৃশ পরমরমণীয় প্রাগ্দেশ এ হতভাগ্যেরই রাজধানী ছিল। সম্প্রতি গ্রহাধিপতি শনৈশ্চরের দারুণ কোপানলে পতিত হইয়া এরূপ দুর্দ্দশান্বিত হইয়াছি। এই বলিয়া মহারাজ, শনি ও

লক্ষ্মী সংঘটিত বিবাদবৃত্তান্ত ভূপতিসমক্ষে আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন।

মহারাজ বাহুদেব জামাতার প্রকৃতপরিচয় প্রাপ্তে আপনাকে তাঁহার অধীনস্থ একজন নরপতি বোধে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন; এবং আপন নিষ্ঠুরাচরণ হেতু পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহিষ্ণুতায় ক্ষৌণী, ক্ষমায় বশিষ্ঠ, জ্ঞানে বৃহস্পতি ও বিক্রমে আদিত্য স্বরূপ মহারাজ শ্রীবৎস বাহুদেব ভূপতির নম্রতা ও শিষ্টাচার দর্শনে পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়া বিনয় পুরঃসর কহিলেন, মহারাজ! যদি এ হত-ভাগ্যের প্রতি আপনার অণুমাত্রও স্নেহসঞ্চার হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর নদীতটে গমন ও ঐ দুরাত্মার তরণীস্থিতা আমার জীবিতেশ্বরী চিন্তাবতীকে আনয়ন করিয়া আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ প্রজ্বলিত প্রিয়াবিরহানল নির্ব্বাপিত করুন। এই বলিতে বলিতে মহারাজ শ্রীবৎসের নয়নযুগল হইতে অবি-রল বেগে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

মহারাজ বাহুদেব জামাতাকে নিরতিশয় কাতর ও ধৈর্য্যবিহীন দর্শন করিয়া, মহিষী ও অনুচরসহ সত্বর নদীতটে গমন করিলেন। অনন্তর তরণী সন্নি-কটে উপনীত হইয়া চিন্তা চিন্তা বলিয়া বারম্বার

আহ্বান পুরঃসর কহিলেন, বৎসে! মহারাজাধিরাজ প্রাগ্দেশাধিপতি শ্রীবৎস ভূপতি তোমার অদর্শনে যার পর নাই ব্যাকুল ও চঞ্চল আছেন। অতএব সত্বর আমার সহিত আগমন করিয়া তাঁহার বদন-সুধাকরসন্দর্শনে তোমার চিত্ত-চকোর পরিতৃপ্ত কর।

মহারাণী চিন্তা, যেমন লঙ্কাবিজয়ের পর পরম সুহৃদ বিভীষণমুখে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ সংবাদ শ্রবণে সীতাদেবী আনন্দিতা ও পুলকিতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ উল্লিখিত সুসংবাদশ্রবণে পরমাহ্লাদিতা হইলেন এবং কাতরস্বরে বলিলেন, পিতঃ! যদি হতভাগিনীর দুঃখে আন্তরিক দুঃখী হইয়া থাকেন তবে অগ্রে আমার বন্ধন মোচন করুন। তচ্ছ্রবণে, লঙ্কাসমরসহায় বিভীষণপত্নী সরমা যেমন দুরাত্মা দশানন নিযুক্ত দুরন্ত চেড়ীগণ কৃত জনকাত্মজা জানকীর কঠিনবন্ধন উন্মোচন করিয়া দিতেন, সেইরূপ ভদ্রাজননী, অবিলম্বে চিন্তাদেবীর সুদৃঢ় বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিলেন। এইরূপে বন্ধনবিনির্ম্মুক্তা হইয়াই চিন্তাবতী তৎক্ষণাৎ ভক্তি ভাবে মহারাজ ও মহিষীকে প্রণিপাত করিলেন এবং প্রাণেশ্বরের শ্রীচরণ সন্দর্শনার্থ অতিমাত্র ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ,

মহারাণী এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তি চিন্তাদেবীর নিতান্ত গলিত ও জরাযুত ধবলাঙ্গ দর্শনে মহাবিস্মিত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে আগমন করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ শ্রীবৎস সমীপে উপনীত হইলেন।

কিন্তু লঙ্কাবিজয়ের পর প্রথম সন্দর্শনে যেমন মলিনাঙ্গিনী জনকনন্দিনী সীতাদেবী দশরথাত্মজ ভগবান রামচন্দ্রের সংশয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, তেমনই ভগবতী চিন্তাবতীও জরাযুত ধবলাঙ্গ ধারণ হেতু মহারাজ শ্রীবৎসের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীর ন্যায় তাঁহাকেও সর্ব্বজন সমক্ষে আপন কুৎসিত অঙ্গ ধারণের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে জানিয়া, পতিপ্রাণা চিন্তাবতী কায়মনোবাক্যে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ভগবান ভাস্করদেবকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতঃ বিধিমতে তাঁহার মানসিক অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কৃপানিধান ভাস্কর দেব তাঁহার স্তোত্র পাঠে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং প্রফুল্লান্তঃকরণে চিন্তাদেবীকে তাঁহার পূর্ব্বরক্ষিত বরবপুঃ প্রদান করিয়া স্বদত্ত জরাযুত ধবলাঙ্গ প্রতিগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে নানারূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই চিন্তাদেবীর এই অলৌকিক

শক্তি ও অনৈসর্গিক পতিপরায়ণতা গুণের পরাকাষ্ঠা দর্শনে যারপরনাই আনন্দিত ও বিস্মিত হইল; এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, মহারাজ শ্রীবৎস তৎকালে চিন্তাবতীকে গাঢ়আলিঙ্গনদানে প্রিয়াবিরহবিষে জর্জ্জরীভূত আপন তনু-তরুকে মহিষীর পীযূষময়ী ভুজলতায় জড়ীভূত করিয়া, অন্তঃকরণ অনুপম আনন্দরসে অভিষিক্ত করিলেন।

বাহুদেব ভূপতি মনে মনে আপনাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, মহারাজ শ্রীবৎসের চিত্তোল্লাস বর্দ্ধনার্থ রাজধানী মধ্যে সর্ব্বত্রই মহা সমারোহে মহোৎসব বাদ্যঘোষণা করিয়া দিলেন; এবং প্রাণাধিকা চিন্তাবতী ও ভদ্রাবতী সমভিব্যাহারে জামাতাকে লইয়া অন্তঃপুরী মধ্যে গমন করিলেন। রাজধানী মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎসবে উন্মত্ত হইল। কাহারও কোনরূপ দুঃখ বা অসুখ লক্ষিত হইলনা। রাজপ্রাসাদ নৃত্য গীত ও উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। দীন, দুঃখী ও অনাথগণ আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়া যারপরনাই আনন্দিতচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনন্তর একদিন, মহারাজ বাহুদেব অমাত্যবর্গ-পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে গ্রহরাজ শনৈশ্চর, মহারাজ শ্রীবৎসের দারুণ দুর্গতি স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে বরপ্রদানার্থ সৌতিপুরে বাহুদেব রাজধানীতে আগমন করিলেন। বালার্ক সদৃশ তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ সন্দর্শনে সভাস্থ ব্যক্তি মাত্রই চমৎকৃত ও ত্রস্ত হইল। কিন্তু গ্রহাধি-পতি সকলকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলেই বিলক্ষণরূপে গ্রহরাজ শনৈশ্চরের অত্যদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত আছ। দেখ ভগবান বিষ্ণু আমার আশঙ্কায় গণ্ডকী শৈলে লুক্কায়িত ছিলেন। শক্তিরূপিণী ভগবতী দাক্ষায়ণী আমারই কোপানলে দক্ষালয়ে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। আমারই ক্রোধানলে সর্ব্বদেবাগ্রপূজ্য গণাধিপ হেরম্ব, গজেন্দ্রবদন ও প্রজাপতি দক্ষ ছাগবদন ধারণ করিয়াছেন। আমারই কোপানলে পতিত হইয়া পুরন্দর ত্রৈলোক্যশ্রীভ্রষ্ট, ও দুর্দ্দান্ত দানবরাজ বলি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। আমারই মন্ত্রণাবলে ভগবান রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে ও লক্ষ্মীরূপিণী জানকী অশোক

কাননে অপরিসীম যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই চরাচর বিশ্বমধ্যে কি দেব, কি দৈত্য, কি রক্ষ, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব সকলেই আমাকে পূজা ও সমাদর করিয়া থাকেন, কেবল প্রাগদেশাধিপতি শ্রীবৎস ভূপতিই আমাকে হতাদর করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে যেরূপ অপরিসীম ক্লেশ ও যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তপনতনয়ের বাক্য পরিসমাপ্তি না হইতে হইতেই মহারাজ বাহুদেব ও রাজসভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি গ্রহরাজের প্রসন্নতা লাভার্থ ভক্তিভাবে তাঁহার অসংখ্য স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ শ্রীবৎসও অতীত দুঃখ সমস্ত স্মরণ করিয়া প্রাণাধিকা চিন্তা ও ভদ্রাবতী সমভিব্যাহারে ঐকান্তিক ভক্তি ও বিনয় পূর্ব্বক গ্রহরাজের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শনৈশ্চর প্রণত রাজা ও রাজ্ঞীদ্বয়কে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, বৎস শ্রীবৎস! আমি ইতিপূর্ব্বেই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমার প্রসাদে তোমার রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ ও সমৃদ্ধি পূর্ণ হইবে, তুমি এই চিন্তা ও ভদ্রাবতীর গর্ভে একশত পরাক্রান্ত পুত্র এবং এক একটী কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইবে; ও দশ

সহস্র বৎসর নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ করিয়া পরিণামে পরমগতি লাভ করিবে; আর তোমার পবিত্র চরিত্র যে ব্যক্তি কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবে, আমি তাহার প্রতি সতত সুপ্রসন্ন থাকিব। এই বলিয়া গ্রহরাজ, মহারাজ শ্রীবৎসের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন।

গ্রহরাজের প্রস্থানের পরই রাজধানী পুনরায় উৎসবময় হইল। মহারাজ শ্রীবৎস এইরূপে জীবন-স্বরূপা স্থিরসৌদামিনীরূপিণী চিন্তা ও ভদ্রাবতীসহ পরম সুখে একবৎসর কাল সৌতিপুরে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদিন মনোমধ্যে স্বদেশানুরাগের আতিশয্য হেতু বাহুদেব ভূপতিকে স্বরাজ্য গমন বাসনা নিবেদন করিলেন।

মহারাজ বাহুদেব, জন্মান্ধ ব্যক্তির নিকট তাহার হস্তস্থিত যষ্টি প্রার্থনা করিলে, সে যেমন অসুখ ও বিরক্তি অনুভব করে, জামাতার ঈদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদ্রূপ নিরানন্দ হইলেন; এবং প্রথমতঃ তাঁহার প্রার্থনায় অস্বীকার করিলেন। কিন্তু মহারাজ শ্রীবৎস কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। কেনই বা হইবেন? স্বদেশানুরাগিতার মোহিনী মূর্ত্তি

হৃদয়-ফলকে একবার অঙ্কিত হইলে তাহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; এবং সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, স্বদেশ ও জন্মভূমি কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় ধাম। ফলতঃ যেমন নদীমধ্যে সুরধুনী তেমনই যাবতীয় প্রদেশ ও সাম্রাজ্য মধ্যে জন্মভূমিই পবিত্র ও আদরণীয়। জন্মভূমি যে কি প্রীতিকর পদার্থ তাহা উপদেশ দ্বারা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। যে প্রবাসী ব্যক্তি জন্মভূমি অথবা স্বদেশের কোন অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বা সামান্য একটী কীটের বিষয়ও পর্য্যালোচনা করিয়া দুনয়নে দর দর অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই জানেন স্বদেশ ও জন্মভূমি কি মনোরম ও প্রীতিকর পদার্থ। যে মহাত্মা জন্মভূমিরক্ষার্থ আপন প্রিয়তম প্রাণ সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ প্রবল শত্রুহস্তে অবাধে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন জন্মভূমি কি প্রীতিময় পদার্থ। যে রমণী জন্মভুমি উদ্ধারার্থ আপন শিরোভূষণ কেশগুচ্ছ অম্লান বদনে স্বহস্তে ছেদন করিয়াছেন, তিনিই জানেন জন্মভূমির কি মধুময় ভাব। যে মহাত্মার মুখ হইতে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই সুধাময় শ্লোকার্দ্ধ বিনির্গত হইয়াছিল, তিনিই জানেন জন্মস্থান কি প্রেমময় সামগ্রী। যাহা হউক মহারাজ শ্রীবৎসের স্বদেশগমনে নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে

মহারাজ বাহুদেবকে অগত্যাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্তেও তাঁহার প্রার্থনায় অনুমোদন করিতে হইল।

অনন্তর মহারাজ বাহুদেব নিরূপিত দিবসে জামাতার স্বরাজ্য গমনকালীন তাঁহাকে বহুসংখ্যক হস্তী, উষ্ট্র ও অনেকানেক বেগগামী তুরঙ্গ ও বিবিধ বিচিত্র অমূল্য মণি মাণিক্যাদি প্রদান করিলেন। কিন্তু মহারাজ শ্রীবৎস তাহার কিছুমাত্রই গ্রহণ করিলেন না। কেবল শ্বশুর ও শ্বশ্রূর আশীর্ব্বাদমাত্র গ্রহণ করিয়া তাল বেতালকে স্মরণ করিলেন। চিন্তা ও ভদ্রাবতী রাজা ও রাজ্ঞীকে ভক্তি ভাবে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন। অনন্তর মহারাজ মহিষীদ্বয় সমভিব্যাহারে তাল বেতালের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে শুভক্ষণে যাত্রা করিলেন।

তালবেতাল পথিমধ্যে মহারাজকে নানা দেশ ও নানা শোভা সন্দর্শন করাইতে করাইতে দ্রুত গতিতে যাইতে লাগিল। এবং এই সেই সুরভি-আশ্রম, এই সেই কাঠুরিয়া-ঘাট, এই স্থানে দগ্ধ মৎস্য জলে লম্ফ দান করিয়াছিল, এই সেই চিত্রধ্বজ বন, এই স্থানে রত্নাধার অপহৃত হইয়াছিল, এইরূপ বলিতে বলিতে অবিলম্বেই প্রাগদেশে উপনীত হইল। তখন ভূপতি তাল বেতালের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে মহিষীদিগের সহিত রাজধানীতে উপস্থিত

হইলেন। প্রকৃতিবৃন্দ, দীর্ঘকাল পরে জানকী ও লক্ষ্মণ সহ ভগবান রামচন্দ্রকে কোশলরাজ্যে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, তদনুরূপ আনন্দ ও প্রীতিপ্রাপ্ত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে শুভক্ষণে মহারাজ শ্রীবৎস মহিষীদ্বয় সমভিব্যাহারে পূর্ব্বমত সিংহাসনে আসীন হইলেন; এবং অমাত্য, অনুচর ও প্রকৃতিবর্গকে গ্রহরাজ শনৈশ্চরদত্ত বরের বিষয় অবগত করাইলেন। ও গ্রহরাজের পূজা করণার্থ রাজ্যমধ্যে মহা সমারোহে ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন। আর স্বয়ং মহিষীদ্বয়সহ ভক্তিভাবে গ্রহাধিপতির অর্চ্চনা করিলেন। এইরূপে মহারাজ শ্রীবৎস গ্রহাধিপতির প্রসাদে ক্রমে ক্রমে চিন্তা ও ভদ্রাবতীর গর্ব্ভে এক শত পরাক্রান্ত পুত্র ও দুইটী কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইলেন; এবং দশ সহস্র বৎসর নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ করিয়া পরিণামে পরম জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্ব্বক চিন্তা ও ভদ্রাবতীসহ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে আরব্ধ আখ্যান পরিসমাপন করিলেন; এবং কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অপরিসীম জ্ঞান, বিপুল ঐশ্বর্য্য, অমিত পরাক্রম ও বলবান সহায়সম্পন্ন হইলেও অনিবার্য্য গ্রহবিগুণ-

তার হস্ত হইতে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। গ্রহ সুপ্রসন্ন না হইলে বল, বুদ্ধি, সহায়, সম্পত্তি ও সুখ লাভ কদাচই কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। হে পাণ্ডবগণ! এক্ষণে তোমরাও সেইরূপ দুর্নিবার গ্রহকোপানলে পতিত হইয়াছ। অতএব তাঁহার সুপ্রসন্নতার সময় প্রতীক্ষায় তোমাদিগকে আরও কিছুকাল বনাশ্রয়ে এইরূপ কঠোর দুঃখভোগ করিতে হইবে। ত্রয়োদশ বৎসরান্তে নিশ্চয়ই ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে এই পূর্ণেন্দুবদনা দ্রুপদনন্দিনীসহ পরিশোভিত হইবে। এক্ষণে পূর্ব্বসৌভাগ্য স্মরণ করিয়া গুরুতর দুঃখভারে অন্তঃকরণকে নিপীড়িত করিও না। অপিচ যেমন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ নিয়তই চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব সেই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখে অভিভূত না হইয়া, মরালগণ যেমন অসার জলীয় অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল সারভাগ ক্ষীর মাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী ধন ধর্ম্ম উপার্জ্জনে মনোনিবেশ কর!

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে নানাবিধ সুমিষ্টবাক্যে সান্ত্বনাকরতঃ আরও কিছু-

কাল কাম্যক কাননে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রাজধানী দ্বারাবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং অচিরেই তথায় উপস্থিত হইলেন।

পাণ্ডবগণ প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে পক্ষীশূন্যপিঞ্জর অথবা প্রতিমাশূন্যমন্দিরবৎ নিতান্ত শূন্যহৃদয় ও শ্রীভ্রষ্ট হইলেন এবং যারপরনাই দুঃখিতমনে গভীরারণ্যেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তদ্দুঃখ নিবারণার্থই কৃপাপূর্ব্বক মুনিপুঙ্গব মার্কণ্ডেয় তথায় আগমন করিলেন; এবং অশেষবিধ মঙ্গলময় সদুপদেশ প্রদানদ্বারা তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত চিত্তকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

